আমলনামা

রফীক আহমাদ

আমলনামা

প্রকাশক : মুহাঃ আলীমুজ্জামান
সরকারী প্রশিক্ষক
সরকারী টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট।

১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৯
ছফর ১৪৩০ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৫ বাং।

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

কম্পিউটার কম্পোজ : জিয়াউর রহমান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্যঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

AMOLNAMA Wrtten by: Rafiq Ahmad, Published by: Muhammad Alimuzzan, Asisten Teacher, Govet: Textile Vocesonal Institut. Fixed Price. Tk. 30 only.

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	৪
আমলনামা কি?	৬
আমলনামার পূর্ববাণী	১২
আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও মহাজ্ঞান	১৮
আমলনামা সংগ্রহ (সাধারণভাবে)	২৫
আমলনামা সংগ্রহ (বিশেষভাবে)	৩২
আমলনামার স্বরূপ	৪১
ব্যক্তিগত আমলের প্রভাব	৪৬
ক্বিয়ামতের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি	৫৪
আমলনামা অনুযায়ী বিচার হবে	৬০
আমলনামা ওযন হবে	৬৬
যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে	৭২
যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে	৭৮
জান্নাতী ও জাহান্নামীর পরিচয়	৮২
বিবিধ জ্ঞাতব্য	৮৯

ভূমিকা

চিন্তার জগতে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরার সময় অনেক সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তব, কল্পনীয়-অকল্পনীয়, কৃত্রিম-অকৃত্রিম, নির্ভীক ও ভীতিপূর্ণ বিষয়াদি মনের মাঝে ভিড় জমায়। এরূপ পরিস্থিতিতে বেশ কিছুদিন থেকেই নিজের আমলনামা নিয়ে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম জীবনের শেষ কোথায়? অনেক মানুষ মনে করে মৃত্যুই হয়ত জীবনের শেষ। কিন্তু না, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বৈচিত্র্যময় মহাজ্ঞানে মানব সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য ইহজগত ও পরজগত সুনির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র স্থায়ী জগত হ'তে তাঁর হুকুমে মানুষ ক্রমানুসারে পৃথিবীতে আসছে ও আসবে। অতঃপর নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে ইহজগতের সমাপ্তি ঘটবে।

ইহজগতে বসবাসের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কিছু নিয়মনীতি বেঁধে দিয়েছেন এবং তাদেরকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। অতঃপর মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যথাযথভাবে তাদের কর্মের হিসাব নেয়া হবে। এ হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট, স্বয়ং তিনি এ হিসাব সংরক্ষণ করবেন, আবার দু'জন ফেরেশতা এ কাজের জন্য নিয়োজিত আছেন। জন্মের পর তথা জ্ঞানপ্রাপ্তির পর মানুষ তার কর্মজীবনে যে পথ বেছে নেয় বা যে পথে চলে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ব্যবস্থায় মানুষের কোন কাজ, কোন চিন্তা এমনকি কোন কল্পনাও বাদ পড়ে না। এই সংরক্ষণ বহির নাম 'আমলনামা'। এটা একটা পুস্তক আকারেই রচিত হচ্ছে, অতি সত্য, স্বচ্ছ, সুন্দর ও ব্যক্তিগত কিতাবরূপে।

মৃত্যুর পরপরই আমলনামার মূল্যায়ন অনুযায়ী পরজগতের পালা শুরু হয়ে যায়, এমনকি মৃত্যুর মুহূর্তেই মৃত ব্যক্তির প্রতি আমলনামার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ইহজগতের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ইহা নশ্বরও। পক্ষান্তরে পরজগতের সময় সুদীর্ঘ এবং অবিনশ্বর, যার অবয়ব আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। ইহজগতের সময় পার হয়ে গেলে পরজগতে পৌঁছার পথ উন্মুক্ত হবে, তবে সে পথ হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ও দীর্ঘ । এর নাম ক্বিয়ামত, যার ক্ষমতা অলৌকিক ও অসামান্য। সমস্ত মানুষকে ক্বিয়ামতের ময়দান পাড়ি দিয়ে

পরজগতে পৌঁছতে হবে। এজন্য আল্লাহ পাক একক ক্ষমতাবলে সব মানুষকে একত্রিত করবেন এবং তাদের আমলনামা অনুযায়ী করবেন। এতে কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায়, অবিচার ও যুলুম করা হবে না। এটা হবে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারের স্থান। এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে নিরপেক্ষ বিচার, ন্যায়বিচার ও বাধ্যতামূলক গ্রহণযোগ্য বিচার। আমলনামার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলা তাঁর একক মহাজ্ঞানে সমস্ত মানুষের চূড়ান্ত বিচার করবেন। আলোচ্য পুস্তকে মানুষের আমলনামা সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলী, বাস্তব ঘটনা প্রবাহের কিছু উদাহরণ, অতঃপর পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আমলনামা সংগ্রহের পদ্ধতি দলীল সহকারে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে এবং এ পুস্তকের সমুদয় পাঠককে সঠিক ও সুন্দর আমলনামা সংগ্রহে যথাযথ ভূমিকা পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

রফীক আহমাদ
১৬/০৪/০৮ইং

আমলনামা কি?

আমলনামা শব্দ দ্বারা বিষয়-সম্পত্তি অধিকারের হুকুমনামা, সম্পত্তি ভোগ দখল করার জন্য মালিক বা কর্তৃপক্ষের আদেশপত্র, মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাবপত্র ইত্যাদি বুঝায়। অবশ্য এখানে মানবজাতির সারা জীবনের পাপ-পুণ্য সহ যাবতীয় ছোট-বড় কর্মের হিসাব সংরক্ষণের পাণ্ডুলিপি বা হিসাববহিকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক নর-নারীর জন্য পৃথক পৃথক আমলনামা সংরক্ষিত আছে। কোন আমলনামায় একসঙ্গে দু'জনের কর্মের হিসাব লিপিবদ্ধ হবে না। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীর ঐকমত্যের কার্যকলাপ কিংবা ধর্মপালনের বিষয়ও একসঙ্গে লিপিবদ্ধ হবে না। প্রত্যেকের আমলনামা সুনির্দিষ্ট। সেখানে শুধু তারই বৃহৎ হ'তে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম কার্যাবলী লিখিত আকারে সংরক্ষিত হবে। এখানে কোন মানুষের একটি কথাও বাদ পড়বে না এবং কোন একটি মূল্যহীন কথাও অতিরিক্ত লিখিত হবে না। কারণ এটি মহান আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনাধীন। সুতরাং উহা শীর্ষ সত্য, স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত দলীল।

আমলনামার বিষয়বস্তুকে বা সংরক্ষণ পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে একটা অতি বাস্তবধর্মী গ্রন্থ বলা যেতে পারে। পৃথিবীর বুকে বড় বড় নবী-রাসূল, ধার্মিক, মনীষী, পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। এ সমস্ত জীবন চরিতে তাঁদের জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের অনাবৃত কার্যকলাপগুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং এগুলির অধিকাংশই আদর্শ পুস্তক হিসাবে বিবেচিত ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এসব জীবন চরিতে তাঁদের গোপন কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলি সাধারণত প্রকাশ পায় না বা অনেক সময় সেগুলো গোপনেই থেকে যায়। তাছাড়া এ সমস্ত জীবন রচয়িতাগণ পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হওয়ায়, তাদের লেখার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও পৃথক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিশ্বের ছোট বড় সকল মানুষের জীবনাদর্শ বা আমলনামা রচয়িতার পরিচালক মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হওয়ায় সকল মানুষের আমলনামা একইভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে। এখানে বৈষম্যের বা পক্ষপাতিত্বের কোন সুযোগ নেই এবং কোন কিছু গোপন করারও সুযোগ নেই।

পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিত ও লেখকবৃন্দ তাদের মতই উচ্চমানসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ রচনা করতে গিয়ে নিজস্ব ভাষা দ্বারা উক্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করে থাকেন। যার জীবনী লেখা হয় তার উক্তির উদ্ধৃতি যৎসামান্যই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমলনামায় বর্ণিত জীবনালেখ্য শুধু যার আমলনামা তার উক্তি ও কর্ম দ্বারাই

পরিপূর্ণ করা হয়। এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কেননা মানুষের পক্ষে অপর কোন ব্যক্তির সার্বিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব।

যেহেতু আমলনামা লেখা বা সংগ্রহ করার শীর্ষ ভূমিকায় মহান আল্লাহ তা'আলাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং দু'জন ফেরেশতা এ কাজে নিয়োজিত আছেন, সুতরাং এ অদৃশ্য বিষয়ে মানুষের করার কিছুই নেই। তবে বুঝার আছে অনেক কিছু, যে সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন। কিন্তু এ উদাসীনতার কোন যৌক্তিকতাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ সৃষ্টিজগতে মালিকানাবিহীন কোন বস্তু নেই। বিশ্বের সমস্ত মানুষের একজন শক্তিশালী মালিক আছেন। যিনি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা, মানবতা, মহানুভবতা ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা সৃষ্টি করেছেন। সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মানুষ সৃজিত হয়েছে সুন্দর-অসুন্দর, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, ভীরু-সাহসী প্রভৃতি অসংখ্য আকৃতি ও অবয়বে। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞানেই ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অবিচার, হিংসা-অহিংসা প্রভৃতি বিষয়গুলো বুঝে। অতঃপর বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েও শিক্ষা লাভ করে সৎকর্মপরায়ণদের পরিবেশে থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য। কিন্তু চির প্রতিদ্বন্দ্বী শয়তানের প্রবল ভূমিকা থাকায় শান্তি কঠিনভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। অদৃশ্যের মালিক আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই এসব বিষয় জানতেন। তাই মানব জাতিকে তিনি তাদের অর্জিত জ্ঞানেরই ভাল দিকে চলার আহ্বান জানান এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দান করেন। অতঃপর তাঁর আদেশ অমান্য করলে বিচারের মাধ্যমে কঠিন শাস্তির সাবধান বাণী অবতীর্ণ করেন। বিচারকাজে সহায়তা করার জন্য বা ভাল-মন্দ কাজের প্রমাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের কর্মজীবনের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সুচিন্তা-কুচিন্তা প্রভৃতি বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব রাখার জন্য এ মহাব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যা আমলনামা নামে আখ্যায়িত। স্বয়ং মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা এর নিয়ন্ত্রক। তবে দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন আমলনামা লিপিবদ্ধ করার জন্য।

ইতিমধ্যে এ জগতের বিখ্যাত নবী-রাসূল, মনীষী, মহাপুরুষ, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের জীবন চরিত প্রকাশের আলোচনা করা হয়েছে। এসব জীবন চরিতের মৌলিক বিষয়াদি এবং অত্র আমলনামার বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা উচিত, কিন্তু কুরআনে আমলনামার বর্ণনা এবং মানব রচিত অধিকাংশ জীবন চরিতের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তাছাড়া জাগতিক জ্ঞানলাভ ও শিক্ষালাভের জন্য অসংখ্য পুস্তক লেখা ও প্রকাশ করা হয়, যার সংখ্যা

আমলনামার চেয়েও অনেকগুন বেশী। এগুলোর অধিকাংশই অস্থায়ী, বারবার ছাপানো হয়, নষ্টও হয় অনেক। কিন্তু আমলনামা এক স্থায়ী কিতাব, উহার সংখ্যা সুনির্দিষ্ট, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী জনসংখ্যার সমপরিমাণ। যার একটি কপিও নষ্ট হবে না বা ধ্বংস হবে না। অপরদিকে মানব রচিত পুস্তক বা গ্রন্থের পরিমাণ মানব সংখ্যার অনেকগুণ বেশী হওয়ায় মানুষের নিকট তা সঠিক পরিসংখ্যানের বাইরে।

এখানে বিস্ময়ের বিষয় হ'ল পৃথিবীর গ্রন্থ সংখ্যা (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) যত কোটি বা যত বিলিয়নই হোক না কেন, তা আল্লাহ্‌র নির্ভুল পরিসংখ্যানের আওতাধীন। কারণ আল্লাহ বলেন,

إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ–

'কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আর তা যদি থাকে পাথরের মধ্যে অথবা আকাশে অথবা মাটির নিচে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত' *(লোক্বমান ৩১/১৬)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ 'আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ই তার জানা' *(লোক্বমান ৩১/৩৪)*। وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 'সবকিছুর সংখ্যা তাঁর জানা' *(জিন ৭২/২৮ শেষাংশ)*।

সুতরাং বিশ্বের অগণিত বই-পুস্তকের সংখ্যাধিক্যের বিষয়টিও আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যাও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত কোটি বা যত মিলিয়ন বিলিয়ন হোক, তা সর্বজ্ঞ আল্লাহর পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন,

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، وَكُلُّهُمْ آتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً–

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কেউ নেই, যে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে' *(মারইয়াম ১৯/৯৩,৯৫)*।

অতঃপর উভয় সংখ্যার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তার শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ায়, অর্থাৎ আমলনামা সংগ্রহের অসীম শক্তিশালী পদ্ধতিতে সমস্ত গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়বস্তু আমলনামার অধীনে চলে আসবে। এতে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির, বড় মাপের কোন লেখকের বা গ্রন্থকার, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, পুস্তক প্রণেতার আমলনামা ব্যাপক হ'তে ব্যাপকতর আকার ধারণ করবে। যখন এই অনুচ্ছেদটি লিখা হচ্ছে ঠিক সে মুহূর্তেই দৈনিক 'সমকাল' (৫ বৈশাখ ১৪১৫, ১৮ এপ্রিল ২০০৮ শুক্রবার) পত্রিকার ৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে *'ডারউইনের গবেষণার খসড়া ইন্টারনেটে'* শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টটিতে চোখ পড়ল। প্রথমবারের মত ইন্টারনেটে প্রকাশিত হয়েছে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রাথমিক খসড়া। এসব খসড়া প্রকাশের আয়োজক ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদের খসড়া ইতিহাসে সর্ববৃহৎ খসড়া। এতে প্রায় ২০ হাজার বিষয়ে কাগজ পত্র ও ৯০ হাজার ছবি আছে। উধৎরিহ-ড়হষরহব.ড়ৎম.ঁশ ওয়েব সাইটে খসড়া প্রকাশ প্রকল্পের পরিচালক জন ভান ওয়াইহি জানান, এর ফলে ডারউইনের গবেষণা নিয়ে অসংখ্য টিকা-টিপ্পনী ও ব্যক্তিগত কাগজ-পত্র বিনামূল্যে বিশ্ববাসীর জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরও জানান, ডারউইনের বিভিন্ন প্রকাশনা সহজলভ্য হ'লেও এখন পর্যন্ত তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বের খসড়া কেবল গবেষকদেরই দেখার সুযোগ ছিল। এ ধরনের যত বড় তত্ত্ব ও তথ্যই হোক না কেন আমলনামার কার্যক্রম প্রত্যেক মানুষের জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা, লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চা, ধর্মপালন, চিন্তা গবেষণা প্রভৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লিপিবদ্ধকরণ অনুযায়ী তা সংগৃহীত বা লিপিবদ্ধ করা হবেই। এখানে ছোট-বড়, বৃহৎ-ক্ষুদ্রের কোন পার্থক্য নেই। বৃহৎ হোক ক্ষুদ্র হোক এক একজনের এক একটি আমলনামা হবে এবং তাতে তার সমস্ত বিষয়ই উল্লিখিত হবে। কাজেই ডারউইনের চেয়ে ছোট ব্যক্তির আমলনামা হবে তার চেয়ে ছোট এবং ডারউইনের আমলনামা হবে তার চেয়ে বড়। আবার ডারউইনের চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির আমলনামা হবে আরও বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। এসবই আল্লাহ্‌র কাছে সহজ। মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ–

'আপনি জানেন কি আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? এসবই লিখা আছে এক কিতাবে। এটা আল্লাহ্‌র কাছে সহজ' *(হজ্জ ২২/৭০)*। এভাবে আমলনামার বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দেখা যায়, মহা জ্ঞানবান আল্লাহ তা'আলার এ

পদ্ধতি সমস্ত জগদ্বাসীর কর্মকাণ্ডের হিসাব রক্ষণে পুরোপুরি সক্ষম। এ মহা ব্যবস্থায় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সব মানুষের ভাল-মন্দ কাজের সম্পূর্ণ তথ্য যোগাড় করেন। অতঃপর তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী ক্বিয়ামতের মাঠে বিচার করবেন। এখানে সবচেয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ কথা হ'ল, আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট বিশাল জনগোষ্ঠীর সামান্য কর্মকাণ্ড অনায়াসে প্রত্যক্ষ করবেন। আর মানুষ তার নিজের অসামান্য কর্মকাণ্ড অবলোকন করতে থাকবে, যাকে পার্থিব জগতে সামান্যই মনে করত। এসময় সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ তা'আলার। মানুষ হবে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন ও অসহায়।

এ জগতে মানুষই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী। বুদ্ধির বলেই সে জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু অসাধ্য সাধন করে থাকে। তাই বলে মহাজ্ঞানভাণ্ডারের মালিক আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সঙ্গে তার সূচাগ্র পরিমাণও তুলনা করা চলবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً–

'তোমাদেরকে (মানুষকে) সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে' *(বনী ইসরাঈল ৮৫)*।

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে বলেন,

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا–

'বলুন! আমার পালনকর্তার জ্ঞানের কথা লিখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও' *(কাহাফ ১০৯)*।

আল্লাহ আরও বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ। পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর জ্ঞানের বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(লোক্বমান ৩১/২৬, ২৭)*। দীর্ঘ দেড় হাযার বছর পূর্বে অবতীর্ণ উপরোক্ত বাণীর প্রতিবাদ সম্বলিত বা সমালোচনামূলক কোন বাণীর উদ্ভব ঘটেনি আজও। তবে কিছু সংখ্যক আল্লাহদ্রোহী, অহংকারী, সীমালংঘনকারী, অত্যাচারী ব্যক্তি তাদের সামান্য শক্তির বলে দুনিয়ার বুকে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, সীমালংঘন ও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মর্মান্তিক ইতিহাস রেখে গেছে। কিন্তু কেহই তাদের শক্তিবল, অর্থবল, জ্ঞানের প্রাচুর্য ও কৌশলগত প্রযুক্তি দ্বারা বা অন্য কোন তাৎপর্যময়, রহস্যময় অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে দুনিয়ার বুকে

বেঁচে থাকতে পারেনি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী তাদেরকে নির্মমভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মহাজ্ঞানকে বিন্দুমাত্রও অমান্য বা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

আমরা জানি জন্মের পূর্বে মানুষ কিছুই ছিল না। কথাটা কি আসলে তাই? কখনও নয়। আসলে মানুষ আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্ট, সংরক্ষিত, বহিঃপ্রকাশিত এক মহা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি দ্বারা আবদ্ধ। জন্মের পূর্বে মানুষের অস্তিত্ব ছিল, অতঃপর পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করে সামান্য সময়ের জন্য, নিজ নিজ জীবন নিয়ে সুগভীর চিন্তা করে চলার জন্য। এর পর মৃত্যু হবে, কবরস্থ হবে এবং আত্মা ও রূহও সংরক্ষিত থাকবে। এসব কিছুই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞানে ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এসবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ধারাবাহিকতা, রহস্য, তাৎপর্য, মাহাত্ম্য ও সার্বিক মূল্যায়ণের প্রেক্ষাপট হ'তেই আলোচ্য আমলনামার সংযোজন হয়।

আমলনামা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নিবন্ধিতকরণ পদ্ধতি আমাদের জ্ঞান ও চিন্তা-গবেষণায় একটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি। তবে উহার প্রকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের রূপান্তরিত অবয়ব। এখানে মিথ্যা ও অবাস্তবতার কোন ছোঁয়া নেই। মানুষের কর্মের নির্ভুল ফলাফল প্রদানের নিমিত্তেই এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের অবতারণা। সুতরাং আমলনামা হ'লো দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের পৃথক পৃথক কর্মবিবরণীর স্বাক্ষর। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এর সংরক্ষক। বিচার দিবসে তিনি এগুলি প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ হাতে তুলে দিবেন। এই কিতাব বা আমলনামা পেয়ে কেউ হবে চিন্তামুক্ত, কৃতজ্ঞ, আনন্দিত, অতঃপর চিরস্থায়ী পুরস্কৃত। আবার কেউ হবে চিন্তিত, দুঃখিত, লজ্জিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, অতঃপর কঠোর শাস্তির সম্মুখীন। বস্তুতঃপক্ষে আমলনামা নামীয় এই সুরক্ষিত কিতাবই হবে (Judgement set) বিচারের রায়।

আমলনামার পূর্ববাণী

সাধারণতঃ কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বা জানতে গেলে, উক্ত বিষয়ের কিছু পূর্বকথা বা পরবর্তী কথা জানার কৌতুহল জাগতে পারে। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়ায় এরূপ হওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া আমলনামার ভূমিকা হ'তে প্রাপ্ত তথ্যের আভাষে, এর অপরিসীম গুরুত্বে অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই। অবশ্য আমলনামার বিষয়বস্তু আলোচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে এর পূর্বকথা ও পরবর্তী কথা অনায়াসেই চলে আসে পবিত্র কুরআনের মহাজ্ঞানভান্ডার হ'তে। যে মহাগ্রন্থ সবার জন্য অবতীর্ণ। তবে ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বিধানাবলী জানার উৎসই এর একমাত্র পরিচয়। মানুষের জন্মবৃত্তান্তের ইতিকথা হ'তে শুরু করে, দীর্ঘ জীবন ও স্বল্পজীবন, অতঃপর মৃত্যুবরণের করুণ কহিনীও এ মহাগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের যে কোন বিষয়বস্তু বা আদেশ-নিষেধ মানবজীবনে জীবিতাবস্থার জন্য প্রযোজ্য। কারণ নিজের জন্মের পূর্বের অবস্থা বা অবস্থানের কোন ধারণাই মানুষের নেই। তবে তার জন্মের পূর্বে পৃথিবীতে কী ঘটেছে তার কিছু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, যেগুলি জানা সম্ভব। অনুরূপভাবে মৃত্যুর পর তার কী হবে বা তার ভাগ্যে কী জুটবে, সে সম্পর্কেও মানুষ পুরোপুরি অজ্ঞ। অবশ্য এ বিষয়েও পবিত্র কুরআনে উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা বিদ্যমান। প্রতিটি মানুষকে তার জীবন প্রবাহ সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ আয়াতগুলির প্রতি অধ্যবসায়ী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ-

'ঐদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি নির্মাণ করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তাঁর অনুমতি ব্যতীত। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না? তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার, আবার

পুনর্বার সৃষ্টি করবেন তাদেরকে বদলা দেওয়ার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, এজন্য যে, তারা কুফরী করেছে' *(ইউসুফ ৩, ৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ–

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎ পথে রয়েছ তখন কেউ পথভ্রান্ত হ'লে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র নিকটে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরক বলে দিবেন, যা কিছু তোমরা করতে' *(মায়েদা ১০৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন, 'আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয়, যেন আল্লাহ্‌র নিকট হ'তে লুকাতে পারে। শুনে রেখো! তারা যখন কাপড়ে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে, তিনি তখনও জানেন, যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যভাবে বলে। নিশ্চয়ই তিনি জানেন, যা কিছু অন্তরসমূহে নিহিত রয়েছে' *(হূদ ১১/৪-৫)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'মনে রেখো! নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দিবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ই জানেন' *(নূর ২৪/৬৪)*।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি, মানুষ সামান্য জ্ঞানের অধিকারী, আর আল্লাহ হ'লেন মহা জ্ঞানভাণ্ডারের মালিক। আল্লাহ প্রদত্ত সামান্য জ্ঞানই মানুষের একমাত্র সম্বল- এই আত্মপ্রত্যয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক নর-নারীই ধর্মমুখী জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। এ বিশ্বজগতে বা দৃশ্য-অদৃশ্য জগতে আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ, মানুষের সামান্য ক্ষমতার নমুনা অতঃপর অসহায়ভাবে বাধ্যতামূলক মৃত্যুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে একটা গুরুত্বপূর্ণ রহস্য, তাৎপর্য ও মাহাত্ম লুক্কায়িত আছে। উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ক্ষমতার বর্ণনা দিয়ে

মানবজাতিকে সৎপথে চলার উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর বিশেষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের যে কোন (ভাল বা মন্দ) কার্যকলাপ আগামী দিনে (শেষ বিচারের দিন বা মৃত্যুর পর) তার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। বর্ণিত আয়াত সমূহে পৃথিবীর সকল মানুষের আমলনামার কথাই বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

মহাজ্ঞানী ও মহাপবিত্র আল্লাহ তা'আলার প্রিয় সৃষ্টি মানুষ। অতঃপর মানুষের প্রিয় সৃষ্টি তার 'আমলনামা' আল্লাহ্‌র নিকট আরও প্রিয়। তাই আমলনামা সংগ্রহের কাজে এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহের সহায়তায় আল্লাহ মানুষের গোপন কুটিরেও (অন্তরে) পুরোপুরি হস্তক্ষেপ করেন। কারণ মানবজীবনের সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য, শান্তি-অশান্তি ইত্যাদি সৃষ্টির মূল উৎস হচ্ছে অন্তর বা মন। অন্তরে উৎসারিত বিষয়টিই কর্মে বাস্তবায়িত হয়। আর আল্লাহ হ'লেন অন্তর্যামী। মানুষের মনের গহিনে লুক্কায়িত সকল পরিকল্পনা সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত *(মুলক ৬৭/১৩)*। মানুষ যে অন্তরের অপূর্ব শক্তি দ্বারা পরিচালিত, এটিও আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। একজন মানুষ তার অন্তরের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা হ'তে পৃথিবীতে সুখ-শান্তির পথ অন্বেষণ করতে পারে বা করে। অতঃপর একই প্রচেষ্টা দ্বারা পরকালীন শান্তির পথেরও সন্ধান লাভ করে। পক্ষান্তরে আরেকজন তার অন্তরের স্বচ্ছতায় ও পবিত্রতায় অবহেলা করে পৃথিবীতে শান্তির পথ অনিশ্চিত করে ফেলে, অতঃপর এক সময়ে পরকালের শান্তির পথও অনিশ্চিত হয়ে যায়। এভাবে অন্তরের শক্তিশালী উপাদানই (শক্তিই) একজন পুরুষ বা নারীকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যেতে পারে, আবার অধঃপতনের অতল তলেও নিক্ষেপ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

'আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/৫,৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ تُخْفُواْ مَا فِي صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير،يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا

عَملَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوْفُ بِالْعِبَادِ–

‘বলুন! তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান। সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ করেছে তাও। ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হ’তো। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু’ *(আলে ইমরান ৩/২৯,৩০)*।

আল্লাহ বলেন, ‘যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে সব আল্লাহ্রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

আল্লাহ আরও বলেন, ‘নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপ সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তারই কাছে প্রত্যাবর্তন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন, তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত’ *(তাগাবুন ৬৪/১-৪)*।

আমরা জানি যে, মহাপ্রেমময় আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। যে ভালবাসার কোন তুলনা হয় না। এ ভালবাসা রক্ষার জন্য, মজবুত বা দৃঢ় করার জন্য, নষ্ট বা ধ্বংস না করার জন্য, উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য, অতঃপর চিরস্থায়ী করার জন্য তিনি বহুমুখী আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এসব আয়াতে আল্লাহ্র আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, সতর্কবাণী এমনকি তাঁর মহাজ্ঞানের বিশদ ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসেছে। এ রচনার মূল প্রতিপাদ্য ‘আমলনামা’র বিষয়াদি আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের অন্তরের ক্ষমতা এবং উহার উপর আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে মানুষের মনে কোন সংশয়ের উদ্রেক না

হওয়াই কাম্য। কারণ যেকোন রকমের সংশয়-সন্দেহের প্রভাবও আমলনামায় পড়বে। মহান আল্লাহ্র বাণী হ’ল- ‘আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মননিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি’ *(ক্বাফ ৫০/১৬)*।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে আরও শক্তিশালীভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আসমান যমীনের যে কোন গোপন বিষয় আল্লাহই জানেন। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নিজের ইচ্ছানুযায়ী। কাজেই তাঁর দেয়া সৌন্দর্যে আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তিনি আরও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ মনের কথা গোপন রাখুক অথবা প্রকাশ করুক, আল্লাহ তার হিসাব নিবেন। অর্থাৎ মনের গোপন কথারও হিসাব নিবেন, প্রকাশ্য কথারও হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্র এ স্বচ্ছ বাণীতে বোঝা যায় বা ধারণা করা যায় যে, ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য অপরাধী ক্ষমা পাবে এবং যে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী সে শাস্তি পাবে।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষের হৃদয়ে ভীতি ও চিন্তার উদ্রেক করার প্রয়াসেই একই বিষয়ের আয়াতগুলি সামান্য পরিবর্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থে পুনঃপুঃ অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচনার শেষোক্ত আয়াতেও মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা‘আলা সুনিপুনভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির বিষয়টি পুনরুল্লেখ করেন। সুন্দর অবয়ব দ্বারা মানব সৃষ্টির বিষয়টিও পুনরুল্লেখ করা হয়। অতঃপর তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের কথাটিও স্মরণ করিয়ে দেন মানব জতিকে। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা‘আলার গুরুত্বপূর্ণ বাণী হ’ল-

وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–

‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। ক্বিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পালক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান’ *(নাহল ১৬/৭৭)*। একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ–

‘বরকতময় তিনিই, নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যাঁর। তাঁরই নিকটে রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(যুখরুফ ৪৩/৮৫)*। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন,

قُل لَّكُم مِّيْعَادُ يَوْمٍ لاَّ تَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ-

‘বলুন! তোমাদের জন্যে একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে, যাকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না’ *(সাবা ৩৪/৩০)*।

এক ও অভিন্ন অর্থে পুনরায় আল্লাহ বলেন, ‘আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ক্বিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন, এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে, অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না’ *(আ‘রাফ৭/১৮৭)*।

বস্তুত: এ পর্যন্ত আলোচনায় আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন বিষয়টিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। মানবজীবনে সংগৃহীত আমলনামার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন বিষয়টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আর প্রত্যাবর্তন মানেই তো শেষ দিন, অনির্দিষ্ট দিন, শ্রেষ্ঠ দিন এবং বিচারের দিন, যে দিনকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। ঐ দিনকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় ভাল কাজে আয়োজন এবং মন্দ কাজের প্রত্যাখ্যান। আমরা আল্লাহ্র আদেশ, উপদেশ, পরামর্শ, আহ্বান, সতর্কবাণী, শাস্তির সংবাদ, ভয়াবহ ক্বিয়ামতের সংবাদ, তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ প্রভৃতি বিষয় জেনে কতটুকু ভাল কাজ করছি এবং মন্দ কাজ করছি, আমলনামার মাধ্যমে তা হুবহু প্রত্যক্ষ করা ও প্রমাণ করাই সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও মহাজ্ঞান

আল্লাহ তা‘আলা অসীম ও অনন্ত জ্ঞান ও ক্ষমতার মালিক। তাঁর এই মহাজ্ঞান ও মহাক্ষমতা হ’তে সৃষ্ট বস্তুসমূহের সঠিক জ্ঞান ও পরিমাণ তিনি ছাড়া কারো জানা নেই। তবে সবার মাঝে মানুষ অনন্য শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় বুদ্ধিমান সৃষ্টি হিসাবে দুনিয়াতে অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের উৎস তার জ্ঞান, আর এই জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্র মহাজ্ঞান। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অসীম জ্ঞানভান্ডার হ’তে এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রাংশ মানুষকে দান করেছেন মাত্র। অতঃপর মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর এবং তাঁর নবী-রাসূলগণের আনুগত্য করে চলার নির্দেশ দান করেছেন। তাই প্রতিটি জ্ঞানপ্রাপ্ত (প্রতিবন্ধী ছাড়া) মানুষ শিশুকাল হ’তেই ওয়ারিশসূত্রে আল্লাহ প্রদত্ত সামাজিক জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী-রাসূল ব্যতীত কোন মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা সরাসরি জ্ঞান দান করেন না। এটা অস্বীকার করার মত কোন উপায় নেই।

কেননা কোন কারণে যদি কোন মানব সন্তান সমাজচ্যুত হয়ে বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়-পর্বতের ভিন্ন পরিবেশে চলে যায়, তবে তার অবস্থা কি স্বাভাবিক শিশুর মত হবে, নাকি ভিন্ন হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমরা ফেরেল মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। ফেরেল মানুষ হ’লো কিছু হতভাগ্য মানুষ, যারা অদৃষ্টের দুর্বিপাকে জন্মের পর পরই মানব সমাজ হ’তে (কোন কারণে) বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অজানা পরিবেশে থেকে বড় হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হ’তে এরূপ মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব মানব সন্তানের সবাই অস্পষ্ট (অবোধ প্রাণীর মত) উচ্চারণ করতে পারতো। সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারতো না। এসব মানুষ খুব সহজে গাছে চড়তে পারতো। এদের মধ্যে কয়েকজন কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে শিখলেও তাদের অনেককেই ভাষা ব্যবহার শেখানো মোটেও সম্ভব হয়নি।

ড. এ.এল.সিংহ (১৯৩০) ভারতের অরন্যে বাঘে পোষা দু’টি মেয়ের সন্ধান লাভ করেন এবং তাদের উদ্ধার করেন। বড় মেয়েটির নাম কমলা এবং ছোট মেয়েটির নাম অমলা। বাঘের আস্তানা থেকে লোকালয়ে আনার কিছুদিন পরই অমলা মারা যায়। অমলার মৃত্যুর পর শোকাহত কমলা দু’দিন পর্যন্ত কিছুই খায়নি। অমলার প্রতি কমলার অনেক ভালবাসা ছিল। কমলা প্রায় দশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিল। কমলা হাঁটু ও কনুইয়ের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিত এবং দু’হাত দু’পা ব্যবহার করে চলাফেরা করতো। সে কাঁচা মাংস খেত। কমলা রাতের অন্ধকারে ভাল দেখতে পেত। কিন্তু তীব্র আলো দেখলে ভয় পেত। তাকে কখনও কাপড় পরানো সম্ভব হয়নি। জোর করে পোষাক পরানো হ’লে সেগুলোকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলতো। দু’বৎসর প্রশিক্ষণ দেবার পর সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো এবং চার বছর পর

সে হাঁটতে শিখেছিল। কমলা ৬টি শব্দ শিখেছিল চার বৎসরে এবং ৪৫টি শব্দ শিখেছিল সাত বৎসরে। এ সাত বৎসরে সে মানুষের সংশ্রবে এসে আনন্দ পেত। পরে সে হাত দিয়ে খাবার খেতে শিখে, ধীরে ধীরে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। সতের বৎসর বয়সে কমলার যে পরিমাণ বুদ্ধি হয়েছিল, তা একজন চার বৎসর বয়সের স্বাভাবিক শিশুর বুদ্ধির সমান।

অমলা কমলার ন্যায় বাঘের আস্তানা থেকে আরও ১৪টি, ভল্লুকের লালিত ৫টি, বণমানুষ স্তন দিয়েছে এমন একটি এবং চিতাবাঘ ও ভেড়া ১টি করে মানব শিশু লালন করেছে। তাছাড়া বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীলংকায় ১২ বছরের একটি মেয়েকে গভীর অরণ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

উপরোক্ত ফেরেল মানুষেরা কখন কিভাবে সমাজ থেকে ছিটকে পড়ে যায়, তার হুবহু দৃষ্টান্ত জানা না থাকলেও এ বিষয়ের কমবেশী অনুমান বা একটা ধারনা সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই রয়েছে। বর্তমান এত সভ্য সমাজেও মাঝে মাঝে শোনা যায় ও সংবাদ মাধ্যমে পাওয়া যায় যে, সদ্য নবজাত শিশুকে ডাস্টবিনে অথবা কোন নিরাপদ জায়গায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তার প্রসূতি মা বা তার সহযোগীরা। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও অদৃষ্টের লিখনে এই সব শিশুর অনেকে ভাল ঠাঁই পেয়ে যায়, আবার অনেকে যত্নের অভাবে বা ভাগ্যের লিখনে মৃত্যুবরণ করে, আবার কেউ ফেরেল মানুষের মতও হ'তে পারে।

উপরের আলোচনা হ'তে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সরাসরি কোন জ্ঞান দান করেননি। বরং তিনি পৃথিবীর বুকে অলৌকিক পদ্ধতিতে, প্রত্যাদেশের মাধ্যমে লিখিত বা অন্যান্য নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাঁর মহাজ্ঞানের নমুনা ও মওজুদ ভাণ্ডার জমা রেখেছেন। মানব শিশুকে বাল্যকালে তিনি তাঁর প্রদেয় জ্ঞান হ'তে অলৌকিকভাবে ধীরে ধীরে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান করে থাকেন। যেসব শিশু মাতাপিতা ও মানবসমাজে প্রতিপালিত হয় তারা সাধারণত মানুষের মতই জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা মনুষ্য সমাজের বাইরে মানুষ হয় তারা মানবিক স্বভাব হারিয়ে ফেলে এবং যেখানে বা যার কাছে প্রতিপালিত হয়, তার আচরণ প্রাপ্ত হয় আল্লাহ্‌র অলৌকিক ক্ষমতাবলেই। এখানে মানুষ হিসাবে তাদের কিছুই করণীয় থাকে না। আবার যারা প্রতিবন্ধী হয় তাদেরও নিজের কিছু করার থাকে না, তাদের পিতামাতা ও অনুকূল পরিবেশেরও কিছু করার থাকে না। তবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানী মানুষের বিভিন্ন সহায়তায় প্রতিবন্ধীরা অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাহায্য পেয়ে থাকে। যেকোন চিন্তাশীল মানুষ এসব বিষয়গুলি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞানের সার্বভৌমত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য যে, সর্ববিষয়েই আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন,

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–

'আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(আলে ইমরান ৩/১৮৯)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–

'আসমান ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(মায়েদা ৫/১৭)*। আল্লাহ আরও বলেন,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ–

'আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে' *(মায়েদা ৫/১৮)*। বিষয়বস্তুর সাবলীলতা বৃদ্ধির প্রয়াসে পূর্ববর্তী আয়াতের সমর্থনপুষ্ট অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ–

'আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল' *(নূর ২৪/৪২)*। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'বলুন! হে আল্লাহ আপনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন। আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আপনি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিন। আর আপনি জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করে থাকেন' *(আলে ইমরান ৩/২৬, ২৭)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(হাদীদ ৫৭/১-২)*।

আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞান ও সার্বভৌমত্বের সীমাহীন বর্ণনার নমুনাস্বরূপ উপরের আয়াতগুলি উপস্থাপন করা হ'ল। বস্তুত: আল্লাহ্‌র এই সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র উৎস তাঁর

মহাজ্ঞানভান্ডার। কোন সামরিক শক্তি বা অন্য কোন শক্তি নয়। সৃষ্ট জগতে যে কোন প্রয়োজনে কোন শক্তি প্রয়োগের দরকার হ'লে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান শক্তি দ্বারা তা সমাধান করে থাকেন। এখানে কোন পেশী শক্তি বা সামরিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। তিনি তাঁর মহা কৌশলগত জ্ঞান, অলৌকিক জ্ঞান ও অকল্পনীয় জ্ঞানশক্তির দ্বারা সবকিছু সমাধান করে থাকেন। তাঁর এই সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কথা বলার বা কাজ করার কেউ নেই।

বিশ্বজগতের ভূখণ্ডগুলির (রাষ্ট্রগুলির) সার্বভৌমত্ব নিয়ে বা বিভিন্ন অধিকার নিয়ে আজ সারা বিশ্বে অশান্তির দাবানল জ্বলছে এবং রক্তের স্রোত বইছে দিবারাত্রি। লক্ষ লক্ষ সৈনিক আজ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, আর লক্ষ লক্ষ সৈনিক হুকুমের জন্যে প্রতীক্ষায় এবং লক্ষ লক্ষ সৈনিক যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণরত আছে। বিশ্বের বড় বড় দেশগুলি তাদের ক্ষমতার প্রতাপ দ্বারা ছোট ছোট দেশগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বশীভূত করে রেখেছে বা রাখার চেষ্টা করছে। আবার এ ব্যাপারে কেউ কেউ প্রকাশ্য প্রতিবাদ করে পরিস্থিতিকে শান্ত রাখার বা নিয়ন্ত্রণে আনারও চেষ্টা করছে।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন কথা, অভিযোগ, হুমকি বা বিদ্রোহের কোন বাণী কোথাও নেই। পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখযোগ্য ইতিহাস নেই। তবে সুদূর অতীতে পৃথিবীর বুকে কিছু অহংকারী, ঔদ্ধত্যপরায়ণ ও সীমালংঘণকারী রাজা-বাদশাহ বা সম্রাট-শাসনকর্তা ধনবল ও জনবলের প্রাচুর্যে আল্লাহকে অমান্য করে বিদ্রোহের সূচনা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামান্য কৌশল দ্বারা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। এদের মধ্যে ফেরাউন, নমরূদ, কারূন, আবরাহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের ধ্বংসের পর পৃথিবীতে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। যদিও ইতিমধ্যে বিশ্বে বহু বড় বড় শক্তিধর ও পরাশক্তির উত্থান-পতন হয়েছে। কিন্তু কেউ প্রকাশ্যভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি এবং কেউ পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের দাবীও করেনি।

বর্তমান উন্নত বিশ্বে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের ব্যাপার। আবিষ্কারের দিগন্ত এখন বহু উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোন আবিষ্কার করতে পারেনি এবং পারবেও না হাযার বছরে। পরন্তু তার জীবনের বা হায়াতের যে সময়টুকুতে সুনিশ্চিত সার্বভৌমত্ব রয়েছে, অজ্ঞতার কারণে মানুষ সেখানেও নিশ্চিন্ত নয়। শত্রুর আক্রমনে কখন প্রাণ হারায় এই আশঙ্কায় পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ, সম্রাট, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা অনুরূপ

ব্যক্তিবর্গ তাঁদের আত্মরক্ষার জন্য প্রতিদিন বিপুল অংকের অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন।

যাই হোক এ জগতের শক্তিশালী বা পরাক্রমশালী রাজপুরুষ, সেনাধ্যক্ষ, বীরশ্রেষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার কেউ নিজের জীবনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয় এবং এ বিষয়ে কোন মতভিন্নতাও নেই। সবাই মৃত্যুতে অটল বিশ্বাসী এবং মৃত্যু নিয়ে সদা সর্বদাই চিন্তিত ও শঙ্কিত। এ মৃত্যুর ধরণও আবার অকল্পনীয়ভাবে বৈচিত্র্যময়। অর্থাৎ কারও কারও ক্ষেত্রে সহজ ও সহজতর এবং কারও কারও ক্ষেত্রে জটিল হ'তে জটিলতর। আসল কথা জীবনে কার্যকলাপের সকল পর্যায়ের স্তরগুলি যথাক্রমে সহজ হ'তে সহজতর এবং কঠিন হ'তে কঠিনতর। জীবন প্রবাহের এই সমীক্ষা হ'তেই আমলনামার উদ্ভব হয়েছে।

আমলনামার মাধ্যমে মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর উচ্চপদস্থ সকল প্রভাবশালী, জ্ঞানী-গুনি, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সকলের হিসাব নিবেন। একই সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর কেরানী, পিয়ন, সাধারণ মানুষ, দিন-দরিদ্র, ফকীর-মিসকীন, অন্ধ-খঞ্জ, বিকলাঙ্গরাও বাদ পড়বে না।

পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, অতঃপর সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য উপরোল্লিখিত প্রায় সকল মানুষকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়, কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, ভাল-মন্দ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়, সত্য-মিথ্যার সম্মুখীন হ'তে হয়, জীবন-মরণ সমস্যাও আসে, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির কবলেও পড়তে হয়। এসব কিছু মেনে নিয়ে মানুষ নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল মানুষ এক (সত্য ও শ্রেষ্ঠ) জাতি হয়েও এককভাবে কাজ করতে পারে না। মিলেমিশে থাকতে পারে না। ধনী তার প্রতিবেশী বা পার্শ্ববর্তী দরিদ্রের খোঁজ নিতে পারে না বা সময় পায় না, সুন্দর তার চোখের সামনে অসহায় পঙ্গুর কী অবস্থা তা দেখা প্রয়োজন মনে করে না। অট্টালিকার মালিক গৃহহীন ও আশ্রয়হীনদের প্রতি ঘুরে দেখার অবকাশ পায় না। খাদ্যভাণ্ডারের মালিক ক্ষুধার্ত মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়। বস্ত্রগুদামের অধিপতিরা বস্ত্রহীনদের প্রতি কোন দায়িত্ব আছে মনে করে না।

অথচ পৃথিবীতে চলার জন্য একটা বাধ্যতামূলক নিয়ম-কানুন রয়েছে। আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের বিধান রয়েছে, দেশের রাষ্ট্রীয় আইন আছে, সামাজিক ও মানবিক ব্যবস্থা চালু আছে। কিন্তু বহু মানুষ তাদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে দুনিয়ার জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ঘোষিত ক্বিয়ামত জীবনকালের কথা অবহেলা, অবিশ্বাস বা সন্দেহের জালে আটকা পড়ে ভুলে যায়, ক্বিয়ামতের বিচার ও আমলনামার কথা পশ্চাতে পড়ে থাকে। কিন্তু তাতে তাদের কোন লাভ হয় না, বরং

ক্ষতি হয় প্রচুর। কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা এ জগতে বোঝা কঠিন হ'লেও আমলনামার বিষয়বস্তু নিয়ে নীরবে চিন্তা করলে অনেকটা অনুভব করা সম্ভব হবে।

আমরা সর্বদাই আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও মহাজ্ঞানে আবদ্ধ এবং তা প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে আমাদের সন্নিকটেই অবস্থান করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, মাত্র কয়েকদিন আগে ১লা ও ২রা মে ২০০৮ ইং আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় বঙ্গপোসাগর হ'তে সৃষ্ট 'নার্গিস' নামীয় সামুদ্রিক ঝড় আঘাত হানার সম্ভাবনায় অত্র এলাকায় ভীষন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। আসন্ন দুর্গতদের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের জন্য প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাজ্ঞান ও সার্বভৌমত্বের বদৌলতে উক্ত নার্গিসের গতিপথ পরিবর্তন করে দেন। ফলে তা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের উপরে আঘাত হেনে চলে যায়। গত ৩রা মে'০৮ শনিবার নার্গিসের আঘাতে মায়ানমারের বিশাল এলাকায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। এতে সে দেশের প্রায় এক লক্ষ লোক মারা যায় এবং দশ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়ে পড়ে। এসব চলতি ঘটনাপ্রবাহ হ'তে আমাদের অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, যেগুলি হ'তে সাধারণত আমরা শিক্ষা গ্রহণের চিন্তা ও চেষ্টা করি না।

কিন্তু আমরা যদি নার্গিস, সিডর, সুনামী, হ্যারিকেন, টর্নেডো, ভূমিকম্প প্রভৃতি ভয়াবহ অলৌকিক শক্তিগুলির কথা চিন্তা করি এবং একই সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর দিয়েও অনুরূপ অজ্ঞাত শক্তিগুলির আক্রমণ আশঙ্কা করি। মনে হয় তাতে উপরের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য হবে না। কারণ অধিকাংশ লোকই নিজ জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ অজ্ঞাতসারে আক্রান্ত হয়ে (নার্গিসের ন্যায়) প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেছেন। অর্থাৎ মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছেন। অন্তত দীর্ঘজীবি মানুষ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। এভাবে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য অভিনব উপায়ে মানুষকে রক্ষা করে জ্ঞান দান করে থাকেন, যাতে আমলনামায় কিছু ভাল সংগ্রহ করা যায়।

উপরোক্ত বিষয়ে বিশ্বস্ত বান্দাকে আশ্বস্ত করার এবং অবিশ্বাসীকে জ্ঞান দান বা সতর্ক করার জন্য আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তাঁর অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত' *(তাগাবুন ৬৪/১১)*।

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অপর এক বর্ণনায় প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, 'হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন' *(লোক্বমান ৩১/১৬)*।

এক ও অভিন্ন অর্থে পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছে, 'বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা করনা কেন আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের, না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড়, যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই' *(ইউনুস ১০/৬১)*।

আল্লাহ আরো বলেন, 'তাঁরই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেন না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণা অংকুরিত হয় না বা এমন কোন রসাল বা শুষ্ক জিনিস নেই, যা কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নেই' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

উপরের আয়াতগুলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও মহাজ্ঞানের অমূল্য বাণীই ঝংকৃত হয়েছে। একটা গাছের সামান্য পাতা ঝরে পড়ার বিষয়ও আল্লাহ্‌র অগোচরে হয় না, তাহ'লে পৃথিবীর সমুদয় গাছপালা হ'তে প্রতি মুহূর্তে কত পাতা ঝড়ে পড়ে তার হিসাবও আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। এর সঠিক চিন্তা বা কল্পনা করা যে কোন জ্ঞানী মানুষের পক্ষেও অসম্ভব। একইভাবে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ প্রকাশ্য বা বা গোপনে কখন কি কাজ করছে তার সবই তিনি জানেন। ভূমণ্ডলের স্থলভাগ বা জলভাগের মধ্যে যত প্রকারের উদ্ভিদ বীজ রয়েছে সেগুলোও আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া একটিও অঙ্কুরোদ্গম হয় না। এসব বিষয় চিন্তা বা কল্পনায় আনা কি সম্ভব? এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞান ও সার্বভৌমত্বের সমীপে সর্বদাই মস্তক অবনত ও আত্মসমর্পন করা ছাড়া কোন পথ নেই।

মহান আল্লাহ্‌র নিকট উপরোক্ত আলোচনার বিষয়বস্তুর চেয়ে আমলনামার আলোচনা বা বিষয়বস্তু তুলনামূলভাবে সহজ বলে মনে হয়। কিন্তু মানুষের জন্যে তা একবিন্দুও সহজ নয়। কারণ মানুষ সব সময়ই অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এর ফলে কোন কোন সময় ভীত-চিন্তিত, পবিত্র, সঠিক করণীয় নিয়ে সতর্ক থাকে, আবার কোন কোন সময় অবহেলা, অলসতা, অমনোযোগিতা, জানা-অজানা বিষয়ও মানুষের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার সামনে ভীড় জমায়। এর প্রভাবে যে কোন সময় যে কোন পথভ্রষ্ট মানুষ সৎপথে আসতে পারে, আবার সৎপথপ্রাপ্তরাও ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করতে পারে। এটাও আল্লাহ্‌র গোচরীভূত।

সুতরাং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও মহাজ্ঞানকে সামনে রেখে বা সর্বদা মনে রেখে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হ'লে, তা অবশ্যই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হ'তে রক্ষা করবে এবং সবার জীবনে একটা গ্রহণযোগ্য আমলনামার উপযোগী পথ প্রশস্ত করবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।

আমলনামা সংগ্রহ (সাধারণভাবে)

মহান আল্লাহ তা‘আলা এক মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলসহ সৃষ্টজগতের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি করে সমস্ত সৃষ্টির কিয়দাংশকে মানুষের প্রত্যক্ষ অধীনে এবং কিয়দাংশকে পরোক্ষ অধীন করে তাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। আল্লাহ্‌র এই মহাশক্তিকে অনুমান বা অনুধাবন করার মত ক্ষমতা মানব ছাড়া আর কোন সৃষ্টিজীবের নেই। সেকারণে মানুষই হচ্ছে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম ও প্রধানতম সৃষ্টি।

একমাত্র মানুষই পৃথিবীর বুকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, আশ্চর্য-অত্যাশ্চর্য, ভূতপূর্ব-অভূতপূর্ব, কল্পনীয়-অকল্পনীয়, জানা-অজানা বহু বিষয়ের উপর সমীক্ষা চালাতে সক্ষম। আল্লাহপাক এ ক্ষমতা মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু তাঁর আনুগত্যে থেকে, তাঁর আদেশ-নিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিচালনার জন্য পুন:পুন: আহ্বান জানিয়েছেন। মানুষ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শুধু জ্ঞানীই নয়, নিঃসন্দেহে বড় বড় জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, দার্শনিক ও আল্লাহপ্রেমিকও বটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ও ব্যাপক বর্ণনায় বড় বড় লেখকগণ একপর্যায়ে বড় বড় জ্ঞানী পন্ডিতকে মহাজ্ঞানী বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু সমস্ত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী পন্ডিত মহাপন্ডিত বা মহাজ্ঞানীর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র মালিক আল্লাহ তা‘আলা জানেন। মানুষ কখনোই অসীম জ্ঞানের অধিকারী নয় এবং হয়ত এরূপ দাবীও করে না, তবে সাধারণভাবে মহাজ্ঞানী বলা হয় অনেককে। যাহোক জ্ঞানী, মহাজ্ঞানী, সাধারণ জ্ঞানী, মধ্যম ও ছোট জ্ঞানী, পন্ডিত, মহাপন্ডিত, মধ্যম ও ছোট পন্ডিত সবাই মর্যাদাপূর্ণ মানুষ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় মানুষ। এমনকি অন্ধ-খঞ্জ, পংগু, বিকলাংগ প্রতিবন্ধীরাও আল্লাহ্‌র প্রিয় মানুষ। একইভাবে পৃথিবীর সব মানুষই একে অপরের ভাই স্বরূপ সমান মর্যাদার অধিকারী। এ শর্ত সাপেক্ষেই আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে এত ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, ভাগ্যবান-দুর্ভাগ্যবান, সুন্দর-কুৎসিত, পূর্ণাঙ্গ-অপূর্ণাঙ্গ, রুচিশীল-অরুচিশীল আরও কত অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানুষের অন্তর, তার কর্তব্য, বিবেক, বোধশক্তি, চেতনা, মর্মবেদনা ও আত্মকথার স্বরূপ পরীক্ষা করাই আল্লাহ্‌র একমাত্র উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর বিখ্যাত পন্ডিত ও মনীষীগণ, যারা পবিত্র কুরআনসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেছেন, তারা অবশ্যই জেনেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তার ধন-সম্পদ, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, আচার-ব্যবহার, মানবতা-উদারতা,

পরপোকারিতা, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি মর্যাদা ইত্যাদি সার্বজনীন বিষয়গুলি দ্বারা পরীক্ষা করবেন। এ জন্যে তিনি আমলনামার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের পৃথক পৃথক হিসাব সংগ্রহ করেন। এতে বহুমুখী জ্ঞানের ব্যবহার হবে, যা মানুষ কখনও কল্পণাও করতে পারবে না। তবে দয়াবান আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সেসব বিষয়গুলি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন, যাতে মানুষ কোনদিন বলতে না পারে যে, তারা দুনিয়ায় কোন কিছু জানতো না বা তাদেরকে জনানো হয়নি। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ– إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ– مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ–

‘আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে, সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে’ *(ক্বাফ ৫০/১৬-১৮)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ– كِرَاماً كَاتِبِينَ– يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ–

‘অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে, সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে যা তোমরা করে থাক’ *(ইনফিত্বার ৮২/১০-১২)*।

আল্লাহ আরও বলেন,

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ-

‘তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ শুনি, আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকট থেকে লিপিবদ্ধ করে’ *(যুখরূপ ৪৩/৮০)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা‘আলা মানুষের নিকট হ’তে হিসাব গ্রহণের বিষয়টি অতি সাধারণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এখানে মানুষের যে কোন ভালমন্দ কাজ ফেরেশতা কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্ত আল্লাহ উক্ত ভাল-মন্দ বিষয়গুলি মানুষের পরিকল্পনার পূর্বেই জানেন এবং দু’জন ফেরেশতা দ্বারা তা লিপিবদ্ধ করান। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হ’তে মানুষের হিসাব গ্রহণের বিষয়টি মানব ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর বহুমুখী বর্ণনা যে কোন দুর্বল ও সবল

ঈমানদার বান্দার হৃদয়পটে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং সুস্থ চিত্তে চিন্তা করলে উহা যে কোন মানুষের অন্তরে আঘাত হানতে পারে। আল্লাহ এসব কারণেই হিসাব গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বারংবার ঘোষণা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'যা কিছু আকাশ সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে সব আল্লাহ্‌রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থ সমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪, ২৮৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে; তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন। কিন্তু এরূপ করেননি, যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে' *(মায়েদা ৫/৪৮)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমন্বিত করেন, যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দিবেন, যাা কিছু তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষনকারী, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয়, অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে পৌছান

হবে। শুনে রাখ, ফায়ছালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন' *(আন'আম ৬/৬০-৬২)*।

মানুষ এ পার্থিব জগতের বিশাল ভূ-ভাগের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রাংশে সাময়িকভাবে কিছুদিন বসবাস করার সুযোগ পায় মাত্র। এখানে যারা অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞান সম্পন্ন তারা ভাল ও মন্দ কাজের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে। মানুষের মনের বাধাহীন এই উচ্চাকাংখা বা আশা ভরসাকে সংযত ও সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াসেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের অন্তরে যা আছে প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন। মূলতঃ অন্ত রের বা হৃদয়ের প্ররোচনা হ'তে মানুষ যে ভাল বা মন্দ কর্ম করে থাকে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ অধিক জানেন না। তাই উপরোক্ত বাক্য দ্বারা তিনি মানব জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এরূপ কাজ হ'তে বিরত থাকার জন্য পুন:পুন: পরামর্শ দিয়েছেন।

বস্তুত: মানুষ কখনই তার স্বাধীন চিন্তাধারা বা কর্ম বাস্তবায়নের অধিকারী নয়। তাকে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথের অনুসন্ধান করে সে পথের সুদূর প্রসারী চিন্তা করতে হবে এবং তাঁর দেয়া বিধান ও আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আইনের বিরুদ্ধে কেউ কোন চিন্তা বা কাজ করতে পারবে না। এরূপ করলে সে কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে এবং শেষ বিচারের দিন ভয়াবহ শাস্তি র মধ্যে পতিত হবে। আল্লাহ্‌র এই আইনের সূত্র ধরেই মানুষ পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এমনকি সামরিক বাহিনীর শক্তিশালী সেনা কর্মকর্তারাও তাদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তার আদেশ ছাড়া স্বাধীনভাবে কিছুই করতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) এর জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধ 'ওহোদ' যুদ্ধে নেতার আদেশ অমান্য করে একদল তীরন্দাজ সৈনিক যে ক্ষতি সাধন করেছিল, ইতিহাসের পাতায় তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

মানুষ স্বাধীন চিন্তা করতে পারে বা সে চিন্তা করার অধিকার তার আছে। যদিও সে চিন্তার মধ্যে ভুলও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা বাস্তবে রূপদান না করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা কোন গুনাহের কাজ করার ইচ্ছা করলেও তা বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত তার জন্য কোন গুনাহ লিখো না। তবে সে যদি উক্ত গুনাহর কাজটি করে ফেলে, তাহ'লে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ লিখবে। আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে, তাহ'লে তার জন্য

একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবে। অপরদিকে সে যদি কোন নেকীর কাজের ইচ্ছা করে কিন্তু এখনো তা করেনি তাহ'লে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি তা বাস্তবায়ন করে তাহ'লে কাজটি অনুপাতে তার জন্য দশগুন থেকে সাতশ' গুন পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ করো' *(বুখারী)*।

সাফওয়ান ইবনে মুহরিয থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ্র সাথে তাঁর ঈমানদার বান্দার নির্জনে কথাবার্তা বলা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কি বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, তোমাদের কেউ তার রবের কাছে গেলে তিনি তাঁর উপর পর্দা দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এসব কাজ কি তুমি করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ করেছি। আল্লাহ তা'আলা আবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি একাজ আর একাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ এভাবে তার স্বীকৃতি নিবেন অতঃপর বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার এসব কাজ গোপন করে রেখেছিলাম, আর আজকেও তা মাফ করে দিলাম' *(বুখারী)*।

বর্ণিত হাদীছ দু'টিতে আন্তরিক ও গোপন পাপ-পূণ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আসলে কোন ভাল বা পূণ্য কর্ম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা তো নিঃসন্দেহে ভাল এবং তা বাস্তবায়ন করা আরও উত্তম। পক্ষান্তরে কোন মন্দ বা পাপ কর্ম নিয়ে চিন্তা বা কল্পনা করা একটা মারাত্মক অপরিণামদর্শী অপরাধ এবং এর বাস্ত বায়ন সন্দেহাতীতভাবেই ভয়াবহ। কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করে যদি চরম মুহূর্তেও পাপ কর্ম থেকে সরে আসা যায় তবে নিস্কৃতির পথ খোলা আছে নিঃসন্দেহে। আলোচ্য হাদীছে সে বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে। শেষোক্ত হাদীছে কিছু গোপন পাপ গোপন রাখার উত্তম ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে, প্রকাশ্য পাপের নয়। সুতরাং আন্তরিক চিন্তা ও গোপন পাপের ক্ষেত্রে আল্লাহভীতির অকল্পনীয় উপকারিতা অনস্বীকার্য।

অবশ্য হিসাব গ্রহণের বিভিন্ন অধ্যায়ে অনেক আশা-ভরসা ও ভয়-ভীতির স্বচ্ছ বর্ণনা রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাঁর সকল বান্দাকে এক ধর্মমতাবলম্বী করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদতের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হয়ে তা সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করে এবং কারা নিজস্ব কিছু মতামত বা পৈতৃক কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থেকে আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত না করে মিশ্রিত ধর্ম পালন করে। বস্তুত: আল্লাহ্র আদেশের প্রতি অবহেলা অতঃপর তা অমান্য করা সন্দেহাতীতভাবেই অমার্জনীয় অপরাধ ও হিসাবযোগ্য পাপ।

ইবাদতের মধ্যে মতপার্থক্যের প্রতিযোগিতা একটি বিরাট রহস্য। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহভীতি, দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর আদর্শের অনুসরণে সুপ্রতিষ্ঠিত ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলি মূখ্য উদ্দেশ্যও নয়। বরং এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশের পরিপূর্ণ আনুগত্য। এ কারণেই যে সময় ছালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, সেসময় ছালাত পড়লে পূণ্যের পরিবর্তে পাপই সঞ্চয় হবে আমলনামায়। ছহীহ হাদীছে আছে, দুই ঈদ সহ বছরে পাঁচ দিন ছিয়াম পালন করা নিষেধ। এ সময় ছিয়াম রাখা নিশ্চিত গোনাহ্র কাজ। অনুরূপভাবে ৯যিলহজ্জ ছাড়া অন্য কোন তারিখে আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দো'আ করার কোন বিধান নেই। অথচ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে বিশ্ববাসী একত্রিত হয়ে আরাফাতের ময়দানে সুদীর্ঘ দো'আ করে থাকে। কারণ ঐ তারিখে বান্দাকে (হজ্জ মঞ্জুরের জন্য) দীর্ঘ সময় প্রাণঢালা দো'আ করার আদেশ দিয়েছেন এবং উক্ত দো'আ সমূহ কবুল করার আশ্বাসও দিয়েছেন। এরূপ এক ও অভিন্ন বহু পরীক্ষাযোগ্য আদেশ রয়েছে।

এভাবে যে কোন ধর্মীয় প্রসিদ্ধ কাজের বাস্তবায়নের একটা নিয়ম রীতি রয়েছে, যে নিয়ম-রীতির পরিবর্তনের কোন উপায় নেই। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক অনয়ণ করব। এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (দাহার ৭৬/২৭-৩০)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ–

'তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না' *(তাকভীর ৮১/২৯)*।

আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমাংশেই আলোচনা করেছি যে, মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন চিন্তা-চেতনার অধিকারী। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে যারা

আত্মপ্রকাশ করে, তারা (ধর্মীয়) সাফল্যের পানে এগিয়ে যায়। অপরদিকে যারা জাগতিক উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করে, তারা জাগতিক সাফল্যের চূড়ায় আরোহন করে। এ জগতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কিছু করতে পারে না, এমনকি কোন বান্দার হেদায়াত লাভও তাঁর ইচ্ছার ফলশ্রুতি। এ জন্যে যখন কোন বান্দা আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার বা ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক্ব লাভ করে তখন একাজের জন্য গর্ব বা অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগূল হয়ে যান, আল্লাহ তা'আলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্য সহজ ও হালকা করে দেন। আর যারা পর্থিব জগতের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে শয়তান তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। অতঃপর বান্দার সমস্ত কাজই ধারাবাহিকভাবে আমলনামার নেটওয়ার্কের আওতায় এসে যায়, একটি কাজও বাদ যায় না। এ কারণেই দয়াশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোন কিছু ইচ্ছা না করার জন্যে বান্দাকে পরামর্শ দিয়েছেন, যা একান্তই বাধ্যতামূলক।

সুতরাং আমলনামা লিপিবদ্ধকরণ বা হিসাব-নিকাশ সংগ্রহের ব্যাপারে বান্দার অবহেলার কোন অবকাশ নেই। এমনকি আমাদের দৃষ্টিতে বহু সহজ বিষয়ের কথাও পবিত্র কুরআনে সতর্কতার সাথে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সৎ কাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। আর তোমাদের যদি কেউ দো'আ করে, তাহ'লে তোমরাও তার জন্যে দো'আ কর, তার চেয়ে উত্তম দো'আ অথবা তারই মত ফিরিয়ে বলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(নিসা ৪/৮৫,৮৬)*।

আমলনামা সংগ্রহ (বিশেষভাবে)

মানব জীবনে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্নিহিত আছে, তন্মধ্যে আমলনামার গুরুত্ব অপরিসীম। এটা আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্যজগতের পরিধিভূক্ত একটি বাস্তব অলৌকিক অবয়ব। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষাজীবনে আমলনামার আলোচনা-পর্যালোচনা খুবই অপ্রতুল। আমরা সাধারণভাবে অবগত আছি যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাল-মন্দ বা পূণ্য-পাপের কাজগুলির হিসাব রাখার জন্য বা লিপিবদ্ধ করার জন্য দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। তাঁরা আমাদের কাজকর্মের হিসাব লিখেন বা উক্ত বিষয়গুলি হুবহু লিপিবদ্ধ করেন। তাঁরা কি লিখেন, কতটুকু লিখেন, কতটুকু বাদ দেন তা আমাদের জানা নেই। তবে সদ্য আলোচিত পূর্ব অধ্যায়ে জেনেছি, দু'জন ফেরেশতা (মানুষের) ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করেন। বান্দার করণীয় কোন পূণ্য বা পাপ কাজই বাদ পড়ে না। আর তারা যা লিপিবদ্ধ করেন, তা আল্লাহ্‌র আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ীই করে থাকেন।

আমলনামা সংগ্রহের এই অসামান্য পদ্ধতিকে আমরা অনেকটা সরল সহজভাবে গ্রহণ করি বা বিশ্বাস করি এবং এটা শুধু ফেরেশতাদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় বলে মনে করি। কিন্তু উক্ত ফেরেশতাগণ হিসাব রক্ষণের প্রধান ভূমিকায় নিয়োজিত নন, তারা আমলনামার সর্বময় কর্তা আল্লাহ তা'আলার সহযোগী মাত্র। আল্লাহ তা'আলা হ'লেন অসীম ও মহাজ্ঞানভাণ্ডারের মালিক। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম হ'তে বৃহত্তম সকল বস্তুর পুরোপুরি খবর রাখেন। তিনি বিশ্ব জগতের ও অদৃশ্য জগতের যাবতীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম। এ দায়িত্ব পালনে তাঁর কোন প্রকারের সহায়তাকারী বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় না। তবুও অগণিত ফেরেশতা তাঁর হুকুম পালনের মধ্য দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে তাঁকে অতিরিক্ত সাহায্য করছেন।

মানুষের শিক্ষালাভের জন্য পবিত্র কুরআনে ফেরেশতাদের সম্বন্ধেও বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ফেরেশতাদের চেয়েও অধিক আন্ত রিকভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা মানব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হওয়া উচিত। কারণ একমাত্র মানুষই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, ফেরেশতা নয়। মানুষকে ফেরেশতার চাইতেও অধিক সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাই সকল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষকেই হিসাব দিতে হবে। আর এ হিসাব দিতে হবে স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকটে। কারণ আল্লাহ তা'আলাই আমলনামার ব্যাপক কার্যাবলীর মহানিয়ন্ত্রক। শুধুমাত্র আমলনামার নয়, আরও অনেক আশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য, কল্পণীয়-অকল্পণীয়, জানা-অজানা বিষয়েরও মহানিয়ন্ত্রক ও হিসাব রক্ষক হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'আলা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ- وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ- ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ-

‘তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানেন না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই তা জানেন। কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আদ্র বা শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। তিনিই রাত্রিবেলা তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমন্বিত করেন, যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয়। অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রেখো! ফায়ছালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন’ *(আন‘আম ৬/৫৯-৬২)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْداً إِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ-

‘বস্তুত: যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর না কেন আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে

গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের, না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই’ *(ইউনুস ১০/৬১)*।

আল্লাহ আরও বলেন,

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ-

‘(লোকমান হাকিম তার সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন) হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন’ *(লোকমান ৩১/১৬)*।

সমগ্র দৃশ্য অদৃশ্য সৃষ্টজগতের অগণনীয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বস্তু সমূহের উপর আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও আধিপত্যের বিষয় আমরা অনেক পূর্বেই জেনেছি। উপরের আয়াত ক’টি দ্বারা মানব জাতির জানা-অজানা, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত, সম্ভব-অসম্ভব এবং আরও অন্যান্য বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। এতে আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের জানার বোঝার ও শেখার কোন শেষ নেই, ইচ্ছার অজান্তেই অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এসে যায় এবং আমরা যথেষ্ট উপকৃত হই, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতাও হয়। কারণ পবিত্র কুরআনের আয়তগুলির ঘটনাপ্রবাহ প্রতিনিয়তই মানুষের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা‘আলা মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ, মানুষ যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানী ও বিজ্ঞও নয়। উপরোক্ত আয়াতগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আবার বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করলেও বহু অসামান্য অভিজ্ঞতার ঘটনা বিদ্যমান। মাত্র কয়েকদিন আগে ৩রা মে’০৮ তারিখে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারে ‘নার্গিস’ নামীয় যে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হেনে গেল, সে দেশের সরকার প্রথমে তার সঠিক গতিবেগ বা ভয়াবহতা ও প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির কোন অনুমানই করতে পারেনি। তাই প্রথমে ৫ই মে তারিখের সংবাদ মাধ্যমে মৃতের সংখ্যা মাত্র ৩৫১ জন বলা হয়েছিল এবং ১৫/১৬ দিন পর উক্ত মৃতের সংখ্যা ৭৮ হাযার বলে জানা যায়। কিন্তু আসলে মৃতের সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক বলে বিশ্লেষকরা অনুমান করেছেন। মোটকথা সেখানে মৃতের বা হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান এখনও (২৮ মে) নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অথচ আল্লাহ

তা'আলার হিসাবের খতিয়ানে নির্ভুল সংখ্যা লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা ঈমানদার বান্দার জন্য বিশ্বাসযোগ্য।

এখানে আরও আশ্চর্যতম অভিজ্ঞতা হ'ল, উপরোক্ত ঘুর্ণিঝড় নার্গিস প্রথমে বাংলাদেশের দিকেই ধেয়ে আসছিল। সমস্ত দেশ, বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকা ভয়ে ও আতঙ্কে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। বহু লোক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কার হুকুমে দিক পরিবর্তন করে মিয়ানমারের দিকে চলে গেল? এর সঠিক উত্তর কোন জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী দিতে পারবে বলে মনে হয় না। এই দুঃখজনক ঘটনার পরিসমাপ্তি না ঘটতেই কয়েকদিন পর **১২** মে'০৮ চীনের কয়েকটি প্রদেশে আঘাত হানল এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প, যার আঘাতে সেখানেও বেশ কয়েক হাযার লোক নিহত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এসব প্রকাশ্য ঘটনারও সঠিক পরিসংখ্যান দিতে মানুষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে এবং সময়ও লাগছে বেশ। অথচ ঐসব ঘটনার মুহূর্তেই বা পূর্বেই আল্লাহর খতিয়ানে সঠিক হিসাব উঠে যায়।

এতদ্ব্যতীত এসব প্রাকৃতিক বিপদাপদ আসার সময় নিরূপণ বা অনুমান করার জন্য বিশ্বব্যাপী বহু বিশেষজ্ঞদল কাজ করে যাচ্ছে এবং সময়মত সতর্কবাণী পৌঁছে দেয়ারও চেষ্টা করছে। তাদের গবেষণালব্ধ এই তথ্যাদিতে অবশ্যই সারা বিশ্বের নিরীহ লোকদের অনেকটা উপকার হচ্ছে। কিন্তু এর পরিমাণ কতটুকু, তা তাদের পক্ষেই বলা মুশকিল। তাঁদের গবেষণা শুধু ভূ-গর্ভস্ত সার্বক্ষণিক অবস্থা, আবহাওয়ার উত্থান-পতন এবং অনুরূপ বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। কিন্তু ঐগুলির প্রতিরোধ করা বা প্রতিবিধান করার মত কিছু আবিষ্কার করা এখনও সম্ভব হয় নাই। এরূপ কত শত কোটি বিষয় আছে, যা মানুষের চিন্তা, কল্পনা ও পর্যবেক্ষনেরও বাইরে।

মানুষের আমলনামা সংগ্রহের বিষয়টিও অনুরূপ একটি অকল্পনীয় বিষয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাজ্ঞানের এক বিশেষ প্রতিভাশক্তি দ্বারা সমস্ত মানুষের আমল সংগ্রহ করছেন। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ছয় শ' কোটিরও বেশী লোক বাস করছে, অতীত হয়ে গেছে কত শত বা সহস্র কোটি তার হিসাব দেওয়া মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আবার আগামী বছরগুলিতে যে কত শত কোটি বা হাযার কোটি লোক পৃথিবীতে আসবে তার হিসাব তো আরও অসম্ভব। সবচেয়ে আশ্চর্যতম হ'ল আল্লাহ তা'আলা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত জগতের অগণিত মানব সংখ্যার হিসাব রাখেন। অতঃপর সমস্ত মানুষের হিসাবের খাতা বা আমলনামাও সযত্নে সংরক্ষিত রাখেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ–

'আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কির্তি সমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি' *(ইয়াসীন ৩৬/১২)*।

তিনি বলেন,

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ– وَتَرَى كُلَّ أُمَّة جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّة تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ– هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ–

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাবাদিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম' *(জসিয়া ৪৫/২৭-২৯)*। আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً– وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً– وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً–

'নিশ্চয়ই তারা (অবিশ্বাসীরা) হিসাব নিকাশ আশা করত না এবং আমার আয়াত সমূহে পরোপুরি মিথ্যারোপ করত। আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি' *(নাবা ৭৮/২৭-২৯)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট সকল বস্তুর উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখেন এবং সকল বস্তুর উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। তাঁর সাহায্যে নিয়োজিত ফেরেশতামণ্ডলী তাঁর হুকুম পালনের দাস মাত্র, তাঁরা শুধু আল্লাহ্র কোন হুকুমের অপেক্ষায় সদাপ্রস্তুত থাকে। তাঁদের (ফেরেশতাদের) কোন বিষয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন, وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّـــهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(মায়েদা ৫/১৭)*।

সুতরাং আমলনামা সংগ্রহের ব্যাপারে মহাজ্ঞানবান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলিতে যে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তা শেষোক্ত আয়াতে বর্ণিত তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে শুধু সঙ্গতিপূর্ণই নয় বরং এক ও অভিন্ন। মানবজীবনে মৃত্যুর পর পরই আমলনামার মূল্যায়ন অনুযায়ী পরজগতের পালা (কার্যক্রম) শুরু হয়ে যায়। এমনকি মৃত্যুর মুহূর্তেই মৃত ব্যক্তির উপর আমলনামার প্রভাব প্রতিফলিত হয়, সেটা ভাল হোক অথবা মন্দ হোক। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, ইহজগতের সময় খুবই স্বল্প বা সংক্ষিপ্ত এবং অস্থায়ী। পক্ষান্তরে পরজগতের সময় খুবই সুদীর্ঘ এবং চিরস্থায়ী। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে ইহকাল ও পরকাল বুঝে তাঁর হুকুম মত কাজ করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। বর্তমানে নবী-রাসূলগণের পক্ষে শারঈ বিষয়ে পারদর্শী আলেমগণ কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা কুরআন-হাদীছের আলোকে মানুষকে সঠিক পথে চলার বা সঠিক কাজ করার উপদেশ দিচ্ছেন। অতঃপর আমরা কেউ তা পালন করছি, কেউ করছিনা। এগুলিই আমলনামায় হুবহু লিপিবদ্ধ হচ্ছে। মৃত্যুর আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমলনামা লিখা বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃত্যুর মুহূর্তেই উহার মূল্যায়ণ অনুযায়ী প্রাথমিক সফলতা বা বিফলতা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আমলনামা সংগ্রহকারীদের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'পরহেযগারদের বলা হয়, তোমাদের পালনকর্তা কী নাযিল করেছেন? তারা বলে, মহা কল্যাণ। যারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। পরহেযগারদের গৃহ কী চমৎকার! সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে, এর পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্য তাতে তাই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ পরহেযগারদেরকে, ফেরেশতারা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর' *(নাহল ১৬/৩০-৩২)*।

আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীতগামী আমলনামা সংগ্রহকারীদের মৃত্যকালীন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, 'ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করেন যে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। তখন তারা আনুগত্য পোষণ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। হাঁ নিশ্চয়ই আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। অতএব জাহান্নামের দরজা সমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/২৮,২৯)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবেন, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? এটা এ জন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অপসন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিবেন না?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৭-২৯)*।

মানুষ যাতে আমলনামার অলৌকিক ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি জানতে পারে, অধ্যয়ন করার সুযোগ পায়, বুঝার চেষ্টা করে, অতঃপর ভীত শঙ্কিত হয়ে সংশোধিত হয়, সেজন্যে করুণাময় আল্লাহ তা'আলা উপরের আয়াত সমূহে মৃত্যুকালীন সময়ের প্রকৃত অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। আসলে মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী আল্লাহ তো আমাদের উপর অত্যন্ত মেহেরবান এবং আমাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন। পবিত্র কুরআনে মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সব বিষয়ের উদাহরণ বা বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার নেপথ্যে একটা বাস্তব সত্য ঘটনা জড়িয়ে আছে। ঐ বাস্তব ঘটনা বা কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, উহার সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। কারণ সেগুলির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মর্মার্থ-ভাবার্থ ও ধারাবাহিকতা প্রায় সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন।

পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা বা হেদায়াত রয়েছে। এখানে আরও কিছু চিন্তনীয়, শিক্ষনীয় ও জবাবদীহিমূলক অমূল্য বাণী উপস্থাপন করা হ'ল-

আল্লাহ বলেন, 'আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর, যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলনা তৈরী করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তেরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছলচাতুরী। তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এলো তীব্র বাতাস, আর সবদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেও আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর ইবাদতে নিঃস্বার্থ

হয়ে, যদি আপনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোলেন, তাহ'লে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ শুনো! তোমাদের অনাচার তেমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও। অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হ'তে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে' *(ইউনুস ১০/২১-২৩)*।

আমলনামার প্রতি অসচেতন, অবজ্ঞাকারী, অবহেলাকারী এবং অমান্যকারীদের জ্ঞাতার্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে প্রত্যাদেশ করেন এই মর্মে যে, 'আর আপনি যদি দেখেন যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে, তারা বলবে, কতই না ভাল হ'ত যদি আমরা পুন:প্রেরিত হ'তাম। তাহ'লে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন সমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুন:প্রেরিত হয় তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। তারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। আর যদি আপনি দেখেন যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করনো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম! তিনি বলবেন, অতএব স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর। নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি যখন ক্বিয়ামত তাদের কাছে আকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে, হায় আফসোস এ ব্যাপারে আমরা কতই না ক্রটি করেছি। তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ! তারা যে বোঝা বহন করবে তা নিকৃষ্টতম বোঝা' *(আন'আম ৬/২৭-৩১)*।

পথভ্রষ্টদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ–

'আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, অথচ তা দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তা দ্বারা দেখে না, কান রয়েছে, তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হ'ল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

অবিশ্বাসী ও সন্দেহপোষণকারীদের অবগতির জন্য আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ–

'বস্তুত: যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াত সমূহকে এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করত' *(আ'রাফ ৭/১৪৭)*।

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং অস্থায়ী পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তবে সে পরীক্ষা আমাদের শিক্ষাজীবনের পরীক্ষার মত নয়, এখানে জাগতিক স্বার্থে বহু বিষয়ে বহু বই পুস্তক অধ্যয়ণ করতে হয় এবং বহু পরীক্ষাও দিতে হয়। যারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় তারা দুনিয়ায় সফলতা লাভ করে, কিন্তু কেউ অকৃতকার্য হ'লে তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র পরীক্ষা খুব সুদীর্ঘ অর্থাৎ সমস্ত জীবনই বা জীবনের কার্যাবলীর সবই পরীক্ষা। এ পরীক্ষার পাঠ্যসূচীও সুদীর্ঘ। মানুষ একটু আন্তরিক হ'লে পৃথিবীতে বহু বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপযোগী আমলনামা তৈরীর কাজ করে যেতে সক্ষম হবে। এখানে সবচাইতে বড় কাজ হলো আল্লাহ ও তাঁর বিধানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস, ক্বিয়ামতের ভীতি ও ইহকালের চাইতে পরকালকে অধিক ভালবাসা ও অগ্রাধিকার দেওয়া। একটি সুন্দর আমলনামা তৈরীর জন্য সন্দেহাতীতভাবেই এগুলো শ্রেষ্ঠ সহায়ক। আল্লাহ আমাদের সকলকে নিজ নিজ ভাল আমলনামা সংগ্রহের তাওফীক দান করুন আমীন!

আমলনামার স্বরূপ

এ বৈচিত্র্যময় জগতে অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রবর্তন ও প্রচলন রয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু অকৃত্রিমভাবে সত্য, সঠিক, নিয়মতান্ত্রিক, নির্ভুল, গ্রহণযোগ্য, উচ্চপ্রশংসিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গোপনভাবেও প্রশংসনীয় প্রভৃতি অসাধারণ গুণাবলী রয়েছে। এগুলো করুণাময় আল্লাহ তা'আলার রহমত, দয়া ও ভালবাসা দ্বারা আবৃত। অপরদিকে যারা মিথ্যাকে সত্য বলে, ভুলকে সঠিক বলে, অগ্রহণযোগ্যকে গ্রহণযোগ্য বলে, ঘৃনার পাত্রকে প্রশংসিত করে, গোপন বিষয়কে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করে এরূপ মানবগোষ্ঠী কখনই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র বা রহমতপ্রাপ্ত নয়, বরং এরা অভিশপ্ত। এদের পাশাপাশি অবস্থান করছে অত্যাচারী, অনাচারী, ব্যাভিচারী, সূদখোর, নেশাখোর, মাতাল, নির্লজ্জ বেহায়া নর-নারীর দল, যারা আল্লাহ্‌র চরম ঘৃনার পাত্র। আবার এদেরই প্রতিবেশী হিসাবে শোভাবর্দ্ধন করছে সন্ত্রাসী, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, আত্মঘাতী, অপহরণকারী, দৃস্কৃতিকারীর দল। এরা প্রায় সবাই সীমালংঘণকারীর অন্তর্ভুক্ত। তবে দয়াবান ও কৃপাণিধান আল্লাহ সকলকেই ভালবাসেন এবং সবার প্রতিই রয়েছে তাঁর অগাধ স্নেহ ও মায়া-মমতা। আর এ কারণেই তিনি বিশ্বের সব মানুষকে তওবা করার সুযোগ দিয়েছেন এবং বার বার তওবা করার আহ্বান জানিয়েছেন। অতঃপর নিজেকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু বলে পুনঃপুনঃ ঘোষণা দিয়েছেন। যাতে ভুল করে বা পথভ্রষ্ট হয়েও মানুষ তাঁর মনোনীত পথে ফিরে আসতে পারে।

মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহাক্ষমতার দ্বারা শুধু মানুষকে ভয় প্রদর্শনই করেন নাই। বরং তাঁর দয়া, কৃপা, অনুগ্রহ, ক্ষমা, রহমত ভালবাসা প্রভৃতির পুনঃপুন আহ্বান দ্বারা মানুষকে যারপর নাই আশ্বস্ত করেছেন। ফলে বহু হারানো বিবেক তাদের বিবেক ফিরে পেয়েছে। পথভ্রষ্ট মানবতা তাদের প্রিয় অন্যায় কর্ম ও পথ বর্জন করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। আত্মসমর্পন করেছে আল্লাহর দারগাহে। তারা অবশ্যই ভীত, অনুতপ্ত, লজ্জিত হয়ে তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের আশায় তাঁর নিকটে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে এরূপ বান্দার আমলনামার সৌন্দর্য অনায়াসে পরিবর্তিত হয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি বান্দাদের কাফের হয়ে যাওয়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্যে তা পছন্দ করেন' *(যুমার ৩৮/৭)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র এরশাদ করেন, 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার

অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের নিকটে আযাব আসার পূর্বে। শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না' *(যুমার ৩৯/৫৩-৫৪)*।

অনুতপ্ত বান্দার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তারা আপনার কাছে আসবে, যারা আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত বর্ষণ করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। আর এমনিভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি, যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে' *(আন'আম ৬/৫৩-৫৪)*।

তিনি আরও বলেন, 'তিনি দাসদের অনুশোচনা গ্রহণ করেন ও পাপ মোচন করেন, আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন' *(শুরা ৪২/২৫)*।

'যারা অজ্ঞানতাবশত খারাপ কাজ করে, তারপর অনুশোচন করে ও নিজেদের মধ্যে সংশোধন করে নেয়, তাদের জন্য তো আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(নাহল ১৬/১১৯)*।

'যারা তওবা করে নিজেদের সংশোধন করে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে শুদ্ধ করে তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে। আর বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ মহাপুরষ্কার দান করবেন' *(নিসা ৪/১৪৬)*।

এ কথা সার্বজনিনভাবে স্বীকৃত যে, উপরে বর্ণিত মানুষের অগণিত চিন্তাধারা, অনুভূতি, আশা-আকাংখা, গবেষণা, অবিশ্বাস্য পটপরিবর্তন পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ সম্ভব নয়। মানবজাতির এই বহুমুখী যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রতিভা, গতিপ্রকৃতি, সাধারণ ও অসাধারণ মেধার বিকাশ মূল্যায়ন করার জন্য লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সকল পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন খাতা দেখার উপায় নেই এবং তা সম্ভবতও নয়। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় (ভূল ভ্রান্তির কারণে) ২/৪ জনের দেখার ব্যবস্থা বা সুযোগ আছে মাত্র। আর মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞানে বিশ্বের যে কোন পরীক্ষার্থীর বা সকল পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন খাতা সহজভাবেই তাঁর জ্ঞানের অধীনে থাকে। যারা এগুলোর ফলাফল প্রদান করে তাদের সততা, পক্ষপাতিত্ব বা নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা পুরোপুরি অবহিত। পৃথিবীতে শিক্ষাগ্রহণ করা বা না করা বা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা প্রায় ঐচ্ছিক বিষয়। তবে মানুষ হিসাবে নিজেকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং পরকালেও মানুষ হিসাবে মর্যাদালাভের জন্য সুশিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু মানুষের চির প্রতিদ্বন্দী বা শত্রু শয়তানের মিথ্যাচার, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও ঘোর বিরোধিতায় শিক্ষাব্যবস্থায় ফাটল ধরে যায় এবং নানারূপ মিথ্যা, ভ্রষ্টতা, কৃত্রিমতা, অশ্লীলতা,

বর্বরতা প্রভৃতির স্থান পেয়ে যায় শিক্ষা ব্যবস্থায়। মানুষের এই উত্থান-পতন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অবলোকন করেন এবং তার হিসাব রাখেন বা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এটিই হচ্ছে আমলনামা। এ আমলনামার সংরক্ষরণ পদ্ধতি আমরা পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনা করেছি।

আমলনামার গুণগত মান স্বাভাবিক, উন্নত ও উন্নততর পর্যায়ে রাখার প্রয়াসে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে বহু উপদেশবাণী ও সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। কারণ আমলনামার স্বরূপ এমন একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও শক্তিশালী পদ্ধতি, যাতে নিজের বিচার নিজকেই করতে হবে বলে মনে হবে। যদিও আল্লাহ তা'আলাই হবেন বিচারের সর্বময় কর্তা, ক্ষমা ও শাস্তির মালিক। তবে আমলানামায় অবশ্যই ক্ষমার উপযুক্ততা থাকতে হবে। নইলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার পরামর্শ দিয়েছেন বার বার। এগুলির মধ্যে আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, দিবা-রাত্রি, ঝড়-বৃষ্টি, আলো-আঁধার, তাপ-ঠাণ্ডা, বায়ু-শব্দ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব অনুগত বস্তু আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, এরা আল্লাহ্‌র দাস ও তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন এবং সবাই তার নিকট সাজদাবনত। এগুলি মানুষের উপকারার্থে সৃষ্ট, আবার জ্ঞানদানেরও অন্যতম উপকরণ। এগুলির নিয়মতান্ত্রিক আনুগত্য হ'তে মানুষকেও অনুরূপ আনুগত্য করার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র এসব তাৎপর্যময় জ্ঞানগর্ভের নিদর্শনগুলো গ্রহণ করে তবে অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং মুক্তির পথে সাহায্য করবেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র এসব মহানিদর্শন মানুষের কাছে উপেক্ষিত হ'লে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তাদের প্রকৃত বিপদে কোন সাহায্য করবেন না বা দয়াও করবেন না।

আলোচ্য আমলনামা বা উহার প্রকৃত স্বরূপও নিঃসন্দেহ একটি মহাপরিকল্পনা এবং মানবজাতির প্রতি সর্বশ্রেষ্ট খবরদারী। এ সুগভীর পরিকল্পনার প্রতি মানুষের ভীতির উদ্রেক হ'লে জীবনের কর্মকাণ্ডে নমনীয়তার সৃষ্টি হবে, ফলে আশানুরূপ আমলনামা তৈরীর পথ সুগম হওয়ার সম্ভবনা থাকবে। আসলে প্রত্যেকের নিজ নিজ আমলনামার বর্ণনা তো শুধু নিজেরই কথামালা বা আলোচনা-সমালোচনা ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতির সঞ্চিত ভাণ্ডার, যে কথা পাঠ করলে বা স্মরণ করলে অনেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, অনেকে শিহরে উঠবে, কেউ চিন্তিত হবে, কেউ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكُلَّ إنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوْراً- اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً- مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً-

'আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। ক্বিয়ামতের দিন দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব, আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। যে কেউ সৎপথে চলে, তার নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না' *(বণী ইসরাঈল ১৭/১৩-১৫)*। প্রায় একই মর্মার্থে অন্যত্র প্রত্যাদেশ এসেছে,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً- وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً- وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً- وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً-

'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি, পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশালাভের জন্য উত্তম। যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব, অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, তোমরা আমার কাছে এসে গেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। আর আমলনামা সামনে রাখা হবে, তাতে যা আছে, তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস! এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি। সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি যুলুম করবেন না' *(কাহাফ ৪৬-৪৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দিবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হ'ল? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। যেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণুপরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/১-১৮)*।

প্রায় একই মর্মার্থে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে 'নিশ্চয়ই অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে মুখ হিচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে, অগ্নির খাদ্য

আস্বাদন কর। আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। আমার কাজ তো এক মূহূর্তে চোখের পলকের মত। আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। ছোট বা বড় সবই লিপিবদ্ধ। আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে, যোগ্য আসনে সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে' *(কামার ৫৪/৪৭-৫৫)*।

মহিমাময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সেদিন বা বিচারের দিন কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারবে না, সবাই সঠিক ও সত্য কথা বলবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'সেদিন রুহ ও ফেরেশতারা সারি বেঁধে দাঁড়াবে। করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন, সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবে না, আর সে সঠিক কথা বলবে। এ দিবস সুনিশ্চিত। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম (আমলনামা) প্রত্যক্ষ করবে, যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! *(নাবা ৩৮-৪০)*।

পার্থিব জগতে বসবাসের জন্যে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিলাভ করতে হ'লে শিক্ষাজীবনে অবতীর্ণ হ'তে হয় এবং পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অনেক আগেই পাঠ্যসূচী ও প্রয়োজনীয় বই পুস্তক পাওয়া যায়। অতঃপর ভালভাবে পড়াশুনা করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব, অন্যথায় নয়। আর একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষ যে কোন বিষয়ই হোক, উহা অবগতি ও প্রস্তুতি ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না, বা করলেও কৃতকার্য হ'তে পারবে না।

আমলনামা মানব জীবনের বিরতিহীন পরীক্ষার স্থায়ী উত্তরপত্র। এ পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে সুস্থ মানসিকতাই শ্রেষ্ঠ পাঠ্যসূচী বা উপাদান। অবশ্য এর প্রস্তুতির জন্য অনেক জানার, বোঝার, শিক্ষার, ধৈর্যের, বিশ্বাসের ও গভীর চিন্তা-চেতনার অন্ত র্নিহীত বিষয়াদি রয়েছে। এটা মোটেও ভুলে থাকার, অবহেলার, অবজ্ঞা প্রদর্শন করার বা অবিশ্বাস করার মত মূল্যহীন কাজ নয়। ইতিমধ্যে আমলনামার সংজ্ঞা, উহার পরিচালকের ক্ষমতা, সাহায্যকারীর কাজ এবং উহা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়াদি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আমলনামার স্বরূপ কি হবে তাও সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাষায় কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি সহকারে আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং আমলনামা বোঝার ক্ষেত্রে তেমন কোন জটিলতা থাকার কথা নয়।

ব্যক্তিগত আমলনামার প্রভাব

আমরা জেনেছি যে, আমলনামা হ'ল মানুষের দৈনন্দিন ভাল ও মন্দ কর্মকাণ্ডের সংরক্ষিত দলীল। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এ মহাব্যবস্থার উদ্ভাবক, প্রবর্তক ও পরিচালক। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল সৃষ্টবস্তু তাঁর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। যেমন আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, দিবা-রাত্রি, জন্ম-মৃত্যু, আলো-অন্ধকার, তাপ-ঠাণ্ডা, মেঘ-বৃষ্টি, ঝড়-বায়ু, ভূমিকম্প-সুনামি-সীডর, প্রভৃতিসহ অসংখ্য দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু আল্লাহ্‌র নিয়মের রাজত্বে অন্তরীণ আছে।

মানুষও একইভাবে এ অস্থায়ী জগতের কিয়দাংশে আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। শুধু কিছু সময়ের জন্য কতিপয় মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে বা আল্লাহ্‌র আদেশকে অবহেলা ও অমান্য করে নিজেকে স্বাধীন সত্তা মনে করে। এতে সাময়িকভাবে নিয়ম ভঙ্গ হয় এবং দৃশ্যতঃ কিছু অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। কিন্তু আসল ক্ষমতা বা সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতেই থাকে, মানুষ তা বুঝেও বুঝে না। কারণ শয়তান সক্রিয়ভাবে মানুষের অন্তরের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গিয়ে প্রতিনিয়ত তাকে বিপথগামী করার চেষ্টা করছে। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রিয় মানব প্রতিনিধিকে। অতঃপর প্রকাশ্য হুঁশিয়ার বাণীও অবতীর্ণ করেছেন বার বার।

অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা মানুষের পাণ্ডিত্যের বিষয় ভালভাবেই অবহিত আছেন। তিনি জানেন কারা তাঁর ভয়ে ভীত হবে, কারা হবে না, কারা তাঁর আদেশ পালন করবে, কারা অমান্য করবে, কে সত্য পথে চলবে, কে বিপথগামী হবে। তবুও মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বা ভালভাবে চলার জন্য এবং মন্দ হ'তে বিরত থাকার জন্য আমলনামার বিষয়টি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা বাহ্যিক অর্থে ভয়-ভীতির উপযোগী করে সহজ ভাষায় শ্রেণীবিন্যাস করে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অংশে উপস্থাপন করেছেন।

এ আমলনামা সম্পূর্ণ নিজস্ব আদর্শের প্রতিফলন, সত্য-মিথ্যার প্রতিফলন, আল্লাহ্‌র আদেশ পালন ও তাঁর মহা ক্ষমতার প্রতি ভীতি সঞ্চারের প্রতিফলন, আবার তাঁর আদেশ-নির্দেশ আমান্য ও মহা ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস প্রদর্শনের প্রতিফলন এবং বিচার দিবসে বিচারের রায় নির্নয়ের এক শক্তিশালী অবলম্বন। এখান থেকে সরে দাঁড়ানো বা একে (আমলানাকে) অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। সেদিন কারও সাহায্য পাওয়ারও উপায় থাকবে না, কেবলমাত্র আমলনামা আদ্যপান্ত দেখা ও তা নিয়ে দুঃখ-অনুতাপ করা ব্যতীত। এর কোন একটি ক্ষুদ্র অংশও মুছে ফেলার বা

লুকাবার সুযোগ থাকবে না। কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। কেউ দয়া পরবশ হয়ে নিজের পর্যাপ্ত নেকী অন্যকে থেকে কিছুই প্রদান করতে পারবে না। দুনিয়ার জীবনের ন্যায় ঋণ বা করয দেওয়ারও কোন বিধান সেখানে থাকবে না। পার্থিব জগতে মানুষ যেমন তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও মান-সম্মান সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায় ও অনুধাবন করতে পারে, তদ্রুপ ক্বিয়ামতের দিন বা বিচারের দিনও মানুষ স্বীয় আমলনামার মধ্যেমে তার নিজ নিজ ভালমন্দ, পাপ-পূন্য, সৎ-অসৎ কর্মকাণ্ডের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ–

‘প্রত্যেকের জন্যে তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফলন দান করেন। বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না’ *(আহকাফ ৪৬/১৯)*। আল্লাহ বলেন,

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ–

‘আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে’ *(জাসিয়া ৪৫/২৮)*।

আল্লাহ বলেন, ‘প্রত্যেক ব্যক্তি আগমণ করবে, তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, আমার কাছে যে আমলনামা ছিল তা এই। তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালংঘণকারী, সন্দেহপোষণকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। তার সঙ্গী শয়তান বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি, বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল সূদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। আল্লাহ বলবেন, আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নই। যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে, আরও আছে কি? জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহভীরুদের অদূরে। তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ

তা'আলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হ’ত, তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর, এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন’ *(ক্বাফ ৫০/১২-৩৪)*।

অপর এক বর্ণনায় অবিশ্বাসী ও সত্যত্যাগী বান্দাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ‘যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, অতঃপর পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা এতদূর থেকে তার নাগাল পাবে কেমন করে? অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার করেছিল। আর তারা সত্য হ’তে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত’ *(সাবা ৩৮/৫১-৫৩)*।

অবিশ্বাসীদের আমলনামার প্রভাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون–

‘তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তা তাদের গ্রাস করবে *(জাসিয়া ৪৫/৩৩)*। এদের করুণ পরিণতির প্রাথমিক বর্ণনায় বলা হয়েছে,

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ–

‘যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখন নয়, এতো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’ *(মুমিনুন ২৩/৯৯-১০০)*।

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জন্য আমলনামা একটি ব্যাপক হ’তে ব্যাপকতর অতি সত্য জীবন্ত গ্রন্থ। প্রত্যেক মানুষের জীবনের সঙ্গে তার আমলনামা বা কর্মকাণ্ড অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবনে শান্তি ও অশান্তির ক্ষেত্রে এর ভূমিকা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। যার জীবনের কর্মকাণ্ড প্রকৃতপক্ষেই ভাল তার আত্মা সর্বদাই শান্তিতে থাকে। সে ঘুমাবার কালেও প্রশান্তি লাভ করে। মৃত্যুর সময়েও সে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুর পরেও চিরশান্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে যার জীবনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ মিথ্যা, প্রতারণা, ধোকাবাজী প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত তার আত্মা কখনও প্রকৃত শান্তি পায় না। সে ঘুমের মাঝেও দুঃসপ্ন দেখে। সে কেবল

কৃত্রিম শান্তি নিয়েই পথ চলে। মৃত্যুকালেও তার আত্মা লাঞ্ছিত অবস্থায় বের হয়ে পরপারে চলে যায় এবং সেখানেও চির অশান্তিতে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

নিজের কর্মের কারণে অনেক সময় মানুষ বেশ দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়ে। আবার অনেক সময় নিরাপদেও থাকে, এটা সুস্পষ্ট নয়। তবে এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনার যে কল্যাণ হয় তা হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে' *(নিসা ৪/৭৯)*। এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অবশ্যই জটিল। তবে সরল সহজ অর্থে কিছু কথা বলা যায়। মানুষ নিজের খারাপ বা মন্দ কর্মের কারণে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা বলা সম্ভব নয়, তবে সাধারণ ভূলত্রুটি, অবহেলা ও অনিয়মের জন্য যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা বলা সহজ। যেমন কেউ যদি নিজের জমিতে পরিশ্রম না করে তবে ভাল ফসল হ'তে বঞ্চিত হবে। কেউ যদি অজ্ঞতাবশত বা অগ্রাহ্য করে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে বা ঠাণ্ডাপানি পান করে তবে সে সর্দিজ্বর এমনকি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হ'তে পারে। একইভাবে বাসি, পচা বা অসাবধানতামূলক খাবার খেয়েও মানুষের প্রাণহানি ঘটছে অহরহ। সুতরাং অনেক অসুখ-বিসুখের প্রতিরোধকল্পে এবং নিজের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা হ'তে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় সাবধানতা অবলম্বনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাস্তব জগতের সুবিধার্থে ও অসুবিধার্থে যদি আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হয়, তবে পরজগতের সুবিধার্থে ও অসুবিধার্থে সদা সতর্ক না থাকার কি কারণ থাকতে পারে? এসব ভ্রান্ত পথ হ'তে উত্তরণের প্রয়াসেই আমলনামার মত পবিত্র দলীল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা।

যাবতীয় কল্যাণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয় এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ অনেক মানুষ অনেক সময় অলৌকিকভাবে ও আশাতীতভাবেই কল্যাণ লাভ করে থাকে যা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি বা আশাও করেনি। এরূপ বহু দৃশ্য ও অদৃশ্য ঘটনা রয়েছে।

উপরের আয়াতগুলোতে সেসব বর্ণনার কথাই বলা হয়েছে। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী বিশ্বাস করতই না, উপরন্তু অনেক অযৌক্তিক ও অসম্ভব বিষয়ের অবতারণার দাবী জানাত। ক্বিয়ামতের দিন আমলনামার সঙ্গে তাদের ঐ দাবীগুলোও স্বয়ং হাযির হবে বা আল্লাহ তা'আলা তাদের হাযির করবেন। তাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হ'ল না কেন? অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে দেখি না কেন? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে। যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য

কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত। আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব। সেদিন জান্নাতীদের বাসস্থান হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে, সত্যিকার রাজত্ব হবে সেদিন দয়াময় আল্লাহ্র এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। যালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম, আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়' *(ফুরকান ২৫/২১-২৯)*।

এদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তারা বলে আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হব কি? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। বলুন! তোমাদের প্রাণ হরনের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি। আমি ইচ্ছা করলে, প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশা দিতাম, কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং সদ্য কারামুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার প্রশংসায় পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়নপ্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে' *(সিজদা ৩০/১০-১৭)*।

একই মর্মার্থে পথভ্রষ্টদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহ পুনরায় এরশাদ করেন, 'আর আপনি যদি দেখেন যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে, তারা বলবে, কতই না ভাল হ'ত যদি আমরা পুনরায় প্রেরিত হ'তাম, তাহ'লে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন সমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত

হয়ে যেতাম। তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুন:প্রেরিত হয় তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হ'তে হবে না। আর যদি আপনি দেখেন, যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন, অতএব স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর। নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি যখন ক্বিয়ামত তাদের কাছে আকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে, হায় আফসোস! এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি। তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ তারা যে বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা' *(আন'আম ৬/২৭-৩১)*।

সামান্যতম জ্ঞানের অধিকারী মানুষের নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এর দূরত্ব অসীম, অনন্ত ও অকল্পনীয়। কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান গুরুত্বহীন, এক ও অভিন্ন। তাই পবিত্র কুরআনে মানুষের পরিণতির বর্ণনাগুলি বাহ্যত: অত্যাশ্চর্য মনে হ'লেও বাস্তব জগতের ঘটনাপ্রবাহ দেখলে, অতঃপর গভীরভাবে চিন্তা করলে, তা বাস্তব সত্য বলেই মনে হবে। বাস্তব জগতে মানুষের প্রতি মানুষের যে প্রতিশোধ লিপ্সা দেখা যায়, তা অধিকাংশই মারাত্মক ভয়াবহ এবং কোন ক্ষেত্রে অবর্ণনীয়। যেমন সামান্য কারণে মানুষ মানুষের চোখ তুলে নেয়, হাত কেটে দেয়, পা কেটে ফেলে, জবাই করে টুকরো টুকরো করে দেয় মানুষের দেহাবশেষ। এসব মর্মান্তিক অহরহ ঘটনার কোন অবসান নেই। এবিষয় মানুষ পুরোপুরি বিশ্বাসী এবং সতর্ক।

কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র প্রেরিত ভবিষদ্বাণী নিয়ে সন্দেহ-সংশয় ও অবিশ্বাসের কোন অবকাশ নেই। অবশ্য বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয় দলই আল্লাহ্র সম্মুখে রয়েছে। তাই বিশ্বাসীদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে সুসংবাদ এবং অবিশ্বাসীদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে তাদের কর্মের অবয়ব (আমলনামা) ও তদনুযায়ী শাস্তির বর্ণনা। ঐসব শাস্তির ব্যবস্থাদি ও প্রক্রিয়া দেখে অপরাধীদের মনে যে ভয় ও আতংকের সৃষ্টি হবে, সেটাও বর্ণিত হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। উপরের আয়াতগুলোতে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে আসন্ন ধারাবাহিকভাবে সুনিশ্চিত অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে।

পৃথিবীর যত গুণবাচক শব্দ ও শব্দার্থ রয়েছে তন্মধ্যে সত্যের অর্থ সবার উপরে সত্য। আল্লাহ তা'আলা সত্য, আসমান-যমীন ও উহার মধ্যে সৃষ্ট সকাল বস্তু সত্য,

জন্ম-মৃত্যু সত্য, কুরআন সত্য, আখেরাত সত্য এতদ্ব্যতীত রয়েছে আরও অসংখ্য সত্য, যার কোন বিকল্প নেই। আর এসব সত্যকে অস্বীকার করার জন্য যে সব দোষণীয় শব্দ বা শব্দার্থের উদ্ভব হয়েছে, তন্মোধ্যে মিথ্যা বা মিথ্যার অর্থ সর্বনিম্নে অবস্থিত। মিথ্যার উদ্ভাবক শয়তান ও তার যাবতীয় কাজ সবই মিথ্যা। মিথ্যার প্রধান কাজ হ'লো সত্যের বিরুদ্ধাচরন করা। একটা সত্যকে গোপন করার জন্যে, অস্বীকার করার জন্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য শত শত মিথ্যার জন্ম দেয়া।

কিন্তু আমলনামার পবিত্রতার সাথে মিথ্যার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ মিথ্যাবাদী শয়তান সেখানে উপস্থিত হ'তে পারে না। ক্বিয়ামতের দিন এ মিথ্যার বিলুপ্তি ঘটবে। সেদিন আমলনামায় লিখিত সমস্ত তথ্যই অকৃত্রিম সত্য হিসাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং আমলনামার পক্ষে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। এমনকি মিথ্যাবাদীদের হতভম্ভ ও স্তব্ধ করার জন্য তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ-

'সেদিন প্রকাশ করে দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত। সেদিন আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী' *(নূর ২৪/২৪-২৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সেদিন আল্লাহ্র শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ' *(হামীম সিজদা ৪১/১৯-২৩)*। আল্লাহ আরও বলেন, -يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ- 'চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন' *(মুমিন ৪০/১৯)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের চোখের চুরি বা মনের গোপন কথার প্রতি নিয়ন্ত্রণের সংবাদটিও মানব জাতিকে অবহিত করেছেন। এটাও একটা দূর্লভ বাণী। কারণ সব সময় চোখের চুরি ও মনের গোপন কথার দরকার হয় না। আকস্মিক কোন পরিবেশেই হঠাৎ করে চোখের চুরির প্রশ্নটি এসে যায়। এটা ভাল উদ্দেশ্যেও হ'তে পারে আবার মন্দ উদ্দেশ্যেও হ'তে পারে। কিন্তু চোখের চুরির মত একটা স্পর্শকাতর বিষয়ও আল্লাহ তা'আলা নিয়ন্ত্রণ করেন বা তাঁর সেই ক্ষমতা আছে বলে জানানো হয়েছে। এতে তাঁর জ্ঞানশক্তির প্রখরতাই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ এরূপ ঘটনাকে একান্ত নগন্য ও সামান্য ব্যাপার বলে মনে করে অথচ এর নেপথ্যেও একটা কল্যাণ বা অকল্যাণ নিহীত আছে বলেই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, মানবজাতিকে একটা সুন্দর ও স্বচ্ছ আমলনামা উপহার দেওয়ার জন্যই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সংবিধান। এখানে সত্য, সত্যধর্ম ও মানবতার প্রতিই অধিকাংশ বিধান জারী করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সীমাহীন ক্ষমতায় নির্মিত বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিরাজির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বার বার আহ্বান জানানো হয়েছে। আদেশ করা হয়েছে ভাল কাজের, নিষেধ করা হয়েছে মন্দ কাজ করতে। কারণ এ জগতের পর আরও এক জগতে যেতে হবে, যেখানে এ জগতের কাজের হিসাব দিতে হবে। যে হিসাববহির মাধ্যমে (এ জগত হ'তে পরজগতে) পারাপার সুনিশ্চিত হবে সেটার নামই আমলনামা। সুতরাং আমলনামার গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

এ জগতে যেমন সুখ-দুঃখ ও সুবিধা-অসুবিধা আছে, ঐ জগতেও তেমন সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা আছে। কিন্তু এ জগতের সুখ-দুঃখের সাথে পরজগতের সুখ-দুঃখের রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। যা মানুষের কল্পনাতীত। এ জগতের সংগৃহীত আমলনামার নিরিখেই ঐ জগতের সুখ-দুঃখ নির্ধারিত হবে। সেখানে কোন প্রকারের আপীল চলবে না। কারণ বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠ দয়াশীল আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাঁর বিশ্বাসী ও সামান্য দয়াশীল বান্দার প্রতিও দয়া করবেন এবং তাকে বেহেশতের পথে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী ও সামান্য অন্যায়কে বিন্দুমাত্র ছাড় না দিয়ে কঠোরভাবে তা প্রয়োগ করেছে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সুতরাং আমলনামার প্রতি সচেতন বান্দার আশা-আকাঙ্খা অবশ্যম্ভাবী এবং অবিশ্বাসী ও অবজ্ঞাকারীর সর্বনাশ অনিবার্য।

ক্বিয়ামতের উপস্থিতি

পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই মানবজাতির কর্মের প্রতি পুরোপুরি হিসাব রাখার জন্য আমলনামা সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌র হুকুমে বিরতিহীনভাবে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকায় এবং একই সঙ্গে আমলনামা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কাজও সমানভাবে এগিয়ে চলেছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমলনামা সংগ্রহ প্রণালীতে কোন প্রকারের প্রভাব বা অসুবিধার ছাপ পড়েনি এবং সুদূর ভবিষ্যতেও পড়বে না। কারণ আল্লাহ তাঁর মহাজ্ঞানের বর্ণনায় বলেন, 'তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে আমি জানি, আর তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি। তোমাদের প্রতিপালকই ওদের একত্রিত করবেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ' *(হিজর ২৪,২৬)*।

মানব সৃষ্টির মহাপরিকল্পনায় সৃষ্টির প্রথম মানুষ হ'তে সর্বশেষ মানুষ পর্যন্ত একটি নিবন্ধন তালিকা রয়েছে। অতঃপর এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কাজ-কর্ম, স্বভাব-চরিত্র, ভাল-মন্দ ইত্যাদির হিসাব সংরক্ষণের জন্যে আমলনামা লিপিবদ্ধ করার সুব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় আমলনামার সমাপ্তি অত্যন্ত নিপুন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষভাবে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনা ও ওয়াদা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে আমলনামা যাঁচাই-বাছাই হবে এবং কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করা হবে। এখানে অত্যাশ্চর্য হ'লো, দুনিয়ার সৃষ্টি হ'তে লয় পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে একই দিনে একই জায়গায় একত্রিত করা হবে। এ ভয়াবহ দৃশ্য কোন মানুষ কখনও কল্পনা করতে পারবে না। অথচ সেদিন চোখের সামনে তা দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً– لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً–
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً–

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কেউ নেই, যে দয়াময় আল্লাহ্‌র দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে' *(মারইয়াম ১৯/৯৫)*।

একই মমার্থে অন্যত্র প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন একজন মানুষের জন্য, যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। উহা এমন একদিন,

যেদিন সব মানুষই সমবেত হবে। সেদিনটি যে হাযিরের দিন। আর আমি যে উহা বিলম্বিত করি, তা শুধু একটি ওয়াদার কারণে, যা নির্ধারিত রয়েছে। যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক হবে সৌভাগ্যবান। অতএব যারা হতভাগ্য, তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীনে থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। আর যারা সৌভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়' *(হূদ ১১/১০৩-১০৮)*।

ঐ দিবসের অপর এক দৃশ্যের বর্ণনায় আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ-

'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে সওয়াল-জওয়াব করতে করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না' *(নাহল ১৬/১১১)*। ক্বিয়ামতের হাযিরা এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ-

'তারা বলত, আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণও। বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে' *(ওয়াক্বিয়া ৫৬/৪৭-৫০)*। সাদৃশ্যপূর্ণ অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 'সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যা তারা করত। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন। আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তুই' *(মুজাদালাহ ৫৮/৬)*। মানুষকে জ্ঞানদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও আরও অধিক ভয়ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ বলেন, 'যেদিন সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল-চক্ষু অবস্থায়। তারা চুপিসারে

পরস্পর বলাবলি করবে, তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। তারা কী বলে, তা আমি ভালভাবে জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। আপনি তাতে মোড় ও টিলা দেখতে পাবেন না। সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক ওদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহ্‌র ভয়ে সব শব্দ ক্ষীন হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত আপনি কিছুই শুনবেন না। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন তিনি ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন উপকারে আসবে না। তিনি জানেন, যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আবৃত্ত করতে পারবে না। সেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে যুলুমের বোঝা বহণ করবে। যে ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে যুলুম ও ক্ষতির আশংকা করবে না *(ত্বোয়াহা ২০/১০২-১১২)*।

ক্বিয়ামতের হাযিরা দুনিয়ার হাযিরার মত নয়। এ হাযিরার নেপথ্যে বহু অলৌকিক ও রহস্যপূর্ণ অদৃশ্য প্রযুক্তি রয়েছে, যার প্রকৃত তাৎপর্য মাহাত্ম্য স্বয়ং মহাজ্ঞানময় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না। তাঁর অসীম ও অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সম্মুখে ফেরেশতা, মানুষ, জিন, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, বন-জঙ্গল, উদ্ভিদ, লতা-পাতা প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্টি শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্মান, ভয়-ভীতি সহকারে সর্বদাই বিণীত ও অনুগত থেকে তাঁর আদেশের অপেক্ষায় নিরলসভাবে মনযোগী রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সহজ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তুর তুলনায় সামান্য সংখ্যক মানুষই কেবল আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘনে ভীত ও চিন্তিত নয়। আর এদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে বিপুল সংখ্যক উপদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর ক্বিয়ামতের ময়দানে বাধ্যতামূলক হাযিরার কথা বিভিন্ন ভাবধারায় অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলি আন্তরিকভাবে, সম্মানজনকভাবে ও ভীতিসহকারে গ্রহণ করলে ক্বিয়ামতে হাযিরার কথা, আমলনামার কথা ও বিচারের কথা অবশ্যই বিশ্বাস হবে।

মানুষের জীবন-মৃত্যু, বাল্যকাল, কৈশোর-যৌবন ও বার্দ্ধক্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে লোক সকল! যদি

তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট গোশত থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি। অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পন কর। তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছান হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান *(হজ্জ ২২/৫-৬)*।

উপরোক্ত আয়াতটির প্রেক্ষাপট হ'তে মানব ইতিহাস নিয়ে নিভৃতে চিন্তা করলে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো: এ পৃথিবীতে মানুষের আগমণ কি আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়েছে, না তার (মানুষের) নিজের ইচ্ছায়। প্রায় সকলেই বলবে, আল্লাহর ইচ্ছায়। যদি তাই হয় তবে মানুষকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলে জারিকৃত আদেশ, উপদেশ, বিধি-নিষেধ মেনে চলতেই হবে। কারণ সে তো জন্মের আগে কিছুই ছিল না, তখন তার অস্তিত্ত ও ইচ্ছাও ছিল না। অতঃপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞানও ছিল না। সে ছিল একান্ত অসহায়। এ সত্য কথাগুলি চিন্তা করে সে অনায়াসেই আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পন করতে পারে বা করা অপরিহার্য কর্তব্য। যারা এই কর্তব্যে বা কর্তব্যপালনে যথাযথ ভূমিকা পালন করে বা করবে তারা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হিসাবে তালিকাভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যারা অগ্রাহ্য বা অহংকার করবে তারা পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই অদৃশ্য ও নিরপেক্ষ কথাগুলিকে নিয়ে গবেষণা করলেই মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের বিষয়টি সহজে বেরিয়ে আসবে এবং খুঁজে পাওয়া যাবে অসীম, অনন্ত ও অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান। বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের চিরশত্রু শয়তানের প্ররোচনায় ও প্রচেষ্টায় বহু মানুষ আল্লাহ্র এই নির্দেশটি ভুলে গিয়ে বা অগ্রাহ্য করে অন্যের দাসত্ব করতে পছন্দ করে। মহান আল্লাহ মানুষের এই স্বেচ্ছাচারিতায় অসন্তুষ্ট হয়ে তার ব্যাপারে বহু হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাঁর সম্মুখে সমবেত করার কথা এবং আমলনামা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বারবার উল্লেখের মাধ্যমে চূড়ান্ত ভাবে সতর্ক করেছেন। উপরের আয়াতগুলির মর্মার্থ থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র মহাজ্ঞান ও তাঁর বিধানাবলীতে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করে তারাই কৃতকার্য হবে। তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরাসরি সাহায্য পেয়ে নিরাপদে থাকবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র ক্ষমতায় অবিশ্বাসী তাদের আচার-আচরণ বা কাজ-কর্মে আল্লাহ কখনই সন্তুষ্ট হবেন না। তাদের আলমনামায় তাদের মন্দ-কাজ-কর্মই লিপিবদ্ধ হবে। ফলে ক্বিয়ামতের দিন তাদের চরম অশান্তি ও অস্থিরতায় ভুগতে হবে। তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পাবে না, বরং বিচারের কাজে নিয়োজিত প্রতিশোধ গ্রহণকারী ফেরেশতাদের দ্বারা কঠিনভাবে গ্রেফতার হবে।

দুনিয়ার আদি হ'তে অন্ত পর্যন্ত আবির্ভূত সকল মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا–

'আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দিব এবং সিঙ্গায় ফৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব' *(কাহফ ১৮/৯৯)*। আল্লাহ বলেন,

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ–

'বলুন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে' *(মূলক ৬৭/২৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সেদিন (সমাবেশের দিন) আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এদিন হার জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। আর যারা কাফের এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে, কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা' *(তাগাবুন ৬৪/৯-১০)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। তখন তারা অছিয়ত করতেও সক্ষম হবে না এবং তাদের পরিবার পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা করেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন। এটা তো কেবল এক মহানাদ। সেই মুহূর্তে তাদের সবাইকে

আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। আজকের দিনে কারও প্রতি যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৪৯-৫০)*।

পৃথিবীতে বসবাসকালে মানুষ কোন না কোন উদ্দেশ্যে এক জায়গায় সমবেত হয়। অবশ্য এ সবাবেশ প্রয়োজনবোধে বা পরিবেশ পরিস্থিতি হিসাবে ছোট-বড়-মাঝাড়ি বা বৃহৎ হ'তে বৃহৎ আকারের হ'তে পারে বা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, যেমন আমরা প্রতিদিন জামা'আতের সাথে পাঁচওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। এ সময়গুলিতে বেশ কিছু লোক সমবেত হয়। এসব সমাবেশ ছোট আকারের। অপরদিকে প্রতি বছর ৯ই যিলহাজ্জ আরাফাতের ময়দানে হজ্জ সম্পাদনের জন্য পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানগণ একত্রিত হয়, তখন ঐ সমাবেশ এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়। তাছাড়াও ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা-অসুবিধায় আন্তর্জাতিকভাবে বহু সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ক্বিয়ামতের সমাবেশ একটি সর্ববৃহৎ ভীতিকর সমাবেশ। যেখানে সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। সর্বকালের সব মানুষই এটা জানে, শুনে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয় দলকেই সেদিন বাধ্যতামূলভাবে উপস্থিত হ'তে হবে। অতএব যারা এ দিবসকে বিশ্বাস করে সে অনুযায়ী কাজ করেছে, তাদের জন্য সুখ শান্তি দয়া, রহমত, সাহায্য, সাহানুভূতি এবং আরও অনেক অজ্ঞাত অলৌকিক সুবিধাদি রয়েছে। আর যারা এ দিবসকে অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট, নিপীড়ন, অতঃপর অজ্ঞাত অলৌকিক শক্তির আক্রমন, যা হতাশ ও দুর্দশার জলন্ত প্রতীক। প্রতিটি মানুষের সুবিচারের জন্যে এই বৃহত্তম মহাসমাবেশের সুব্যবস্থা হবে। পবিত্র কুরআনই ইহার একমাত্র মহাসাক্ষ্য।

মানুষকে সাবধান, সচেতন, সতর্ক, সংশোধন অতঃপর সঠিক পথ প্রদর্শনপূর্বক ভাল আমলনামা সংগ্রহের মাধ্যমে এই দিনের মোকাবিলা করার জন্য আহবান জানান হয়েছে। কারণ একমাত্র ভাল কর্ম দ্বারা সংগৃতীত ভাল আমলনামা-ই ক্বিয়ামত দিবসের যে কোন প্রতিকূলতাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

আমলনামা অনুযায়ী বিচার হবে

পূর্ব অধ্যায়ে ইহজগত ধ্বংসের পর সমগ্র মানবকূলকে একত্রিত করা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত একত্রীকরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ বিচার করা। এ বিচারের প্রধান উদ্যোক্তা, বাদী বা দাবীদার স্বয়ং মহারহস্যবিদ আল্লাহ তা'আলা, বিচারকও একমাত্র তিনিই এবং প্রধান সাক্ষীও তিনি। উক্ত বিচার দিবসে অনেক মানুষের বিরুদ্ধে বিচারের দাবীতে বহু বাদী বা অভিযোগকারী উপস্থিত হবে, সাক্ষ্যদাতাও উপস্থিত হবে অনেক। যে সব কাজের সাক্ষী থাকবে না বা সাক্ষী পাওয়া যাবে না, সেগুলোর মহা সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহ তো আছেনই। উপরন্তু অপরাধী ব্যক্তির হাত, পা, চোখ, কান বা ত্বক প্রভৃতিও বাকশক্তির সাহায্যে সাক্ষ্য দিবে। পবিত্র কুরআনে এ সাক্ষ্যদানের সুস্পষ্ট বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে এবং অত্র রচনায়ও তা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সেদিন দুনিয়ার জীবনের সব কথা মানুষের হৃদয়পটে ভেসে উঠবে। যারা সৎকর্মশীল ছিল তাদের অন্তরে সৎকর্মকাণ্ডের ভীড় জমবে, তবে তাদের অসৎ কর্মগুলিও মনের আড়ালে এসে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে। অবশ্য সৎকর্মের পরিমাণ বেশী হওয়ায় তারা আল্লাহ্র দয়া ও রহমতের আশাবাদী হবে। পক্ষান্তরে অন্যায় ও অসৎকর্ম সম্পাদনকারীদের কর্মসমূহ তখন তাদের অন্তরে পাহাড়সম আকৃতি ধারণ করে ভীতির আকারে ভীড় জমাবে। তাদের যৎসামান্য ভাল কাজ বিপুল পরিমাণ মন্দ ও অন্যায় কর্মকাণ্ডের সামনে ধুলিসাৎ হয়ে উড়ে যাবে।

এমতাবস্থায় যথাসময়ে বিচার আরম্ভ হয়ে যাবে, বিচার কাজকে তরান্বিত করার জন্যে প্রধান উপকরণ বা দলীল হিসাব আমলনামা উপস্থাপিত হবে। আমলনামা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বা তার ফেরেশতাদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে এবং সে সময় যার আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে। প্রত্যেকে তখন নিজ নিজ আমলনামা দেখবে ও পাঠ করবে। আমলনামা যে ভাষায় লিখা থাক, সেদিন সকল ব্যক্তিই তার নিজ আমলনামা পাঠ করতে পারবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ও অলৌকিক জ্ঞানশক্তির দ্বারা সকল মানুষকে সে ক্ষমতা দান করবেন। কাজেই বিচারস্থলে মানুষ তার আমলনামা হাতে পেয়ে তা পাঠ করবে এবং নিজের অবস্থা বুঝতে পারবে। আমলনামা বণ্টন হওয়ার পর পরই মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া শুরু হবে। সর্বজ্ঞাত আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করবেন। অতঃপর তাদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন। তন্মধ্যে একদল আল্লাহ্র অনুগত দল হিসাবে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে পরম আনন্দে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে। অপর একদল আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীতে কাজ করে

অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং আমলনামায় ভয়াবহ শাস্তির নমুনা দেখে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়বে। অপর আর একটি দল আশা ও নিরাশার মাঝে হাবুডুবু খাবে। এভাবে ক্বিয়ামতের বিশাল ময়দানে সমস্ত লোকের মাঝে আমলনামার অসামান্য প্রভাব প্রতিফলিত হবে। তবে সবকিছুই আল্লাহ্‌র পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে থাকবে। তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশে বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করে বিচার ব্যবস্থার অবতারণা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ–

‘আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট’ *(আম্বিয়া ২১/৪৭)*। এ বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষনাত তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে। আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত *(যুমার ৩৯/৬৭-৭০)*। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ– الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ–

‘সেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র। আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ কোন যুলুম নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী’ *(মুমিন ৪০/১৬-১৭)*। সাদৃশ্যপুর্ণ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর যখন মহা সংকট এসে যাবে অর্থাৎ মানুষ যেদিন তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের

জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জগতকে অগ্রাধিকার দিয়েছ, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত’ *(নাযিয়াত ৭৯/৩৪-৪১)*।

আমলনামা অনুযায়ী বিচার হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর সে বিচার ক্বিয়ামত দিবসেই হবে। আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, সেদিন পলায়ণ করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জল, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে ধুলিধূসরিত। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল’ *(আবাসা ৮০/৩৩-৪০)*।

উপরিউক্ত আয়াগুলিতে ক্বিয়ামতের মাঠে সমবেত মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে যে কোন অবস্থা বা পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য আমলনামার অভ্যন্তরস্ত (লিপিবদ্ধ) বিষয়বস্তুই শীর্ষ প্রতিপাদ্য হিসাবে গণ্য হবে। উপরোল্লিখিত সূরা আম্বিয়ার ৪৭ আয়াতে আমলনামার প্রতি গুরুত্বারোপ করে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, কারও আমল সরিষার দানা পরিমাণ অর্থাৎ খুব সামান্য হ’লেও তা উপস্থিত করা হবে অর্থাৎ তার মূল্যায়ন করা হবে, অবহেলিত হবে না। অতঃপর পরবর্তী আলোচনায় প্রসঙ্গত সূরা যুমার এর ৬৯ আয়াতেও ক্বিয়ামতের বিচারে আমলনামা উপস্থাপনের কথা বলা হয়েছে, যা বিচারকার্য তরান্বিত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এতদ্ব্যতীত ক্বিয়ামতের বিচারালয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বর্ণিত সকল আয়াতের মর্মার্থ, ভাবার্থ ও গুরুত্ব যে তাদেরই কর্মকাণ্ডের প্রতিধ্বণি ও পুনরাবৃত্তি, ইহা সন্দেহাতীতভাবেই সত্য ও অপরিবর্তণীয়। যেমন সূরা নাযি‘আ-এর আলোচনায় বলা হয়েছে, মানুষ যেদিন তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে, তখন তার পরিণতি সম্বন্ধে প্রায় সব কিছুই বুঝে ফেলবে। অর্থাৎ বিচার দিবসে আমলনামা দেখে সব বুঝে নিতে পারবে বা আল্লাহ তা‘আলা তাকে সে ক্ষমতা দান করবেন। একইভাবে পরবর্তী সুরা আবাসার আলোচনায় বলা হয়েছে, অনেক মানুষ সেদিন তার নিজের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রের নিকট হ’তে পলায়ণ করবে বা দূরে সরে যাবে। কিন্তু সে এরূপ করবে কেন? একমাত্র দুর্বল ও অচল আমলনামার কারণেই তারা নিশ্চিত ব্যতিব্যস্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে আপনজনদের ছেড়ে পালাবে। অন্যদিকে যারা আল্লাহ্‌র

সন্তুষ্টির চিন্তায় দুনিয়া হ’তে ভাল করে পরপারে যাবে, ক্বিয়ামতের দিন আমলনামার আলোকে আনন্দে তাদের মুখ উজ্জল দেখাবে বলেও বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং বিচার দিবসে আমলনামায় শুনানী অনুযায়ী এবং পয়গম্বরগণ ও অন্যান্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী মহাবিচারক আল্লাহ তা‘আলা বিচার করবেন। কেননা বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা‘আলাই বিচার দিবসের একমাত্র মালিক বা অধিপতি। আল্লাহ বলেন,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمـــٰنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ-

‘যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিবসের মালিক’ *(ফাতিহা ১/১-২)*। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ- ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ- أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ-

‘আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে, অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরষ্কার। অতঃপর কেন আপনি অবিশ্বাস করছেন ক্বিয়ামত দিবসকে? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? *(ত্বীন ৯৫/৪-৮)*। বিচার ও বিচার দিবস সম্বন্ধে মহান আল্লাহ আরও বলেন, إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً ‘নিশ্চয়ই বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে’ *(নাবা ৭৮/১৭)*।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রহমতদাতা, শান্তিদাতা, শাস্তিদাতা এবং সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ বিচারক। বিচারকাজের জন্য তিনি নির্ধারিত দিবস সুস্থির করে রেখেছেন, যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তবে বর্ণিত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে উহার ভবিষৎবাণী জানিয়ে দিয়েছেন। এতদসঙ্গে নির্ধারিত দিবসের নাম রেখেছেন ক্বিয়ামত। আর এ দিবসের কার্যকারিতার বিবরণ রয়েছে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। সেখানে বিচার দিবসের অবর্ণনীয় রূপের পরিবর্তন, বিবর্তন ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের পর্যাপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঐ সব ভয়াবহ বর্ণনা তো পার্থিব জগতে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে, আল্লাহ্র ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনের জন্য, অতঃপর মানুষের সংশোধনের জন্য। এগুলির হঠাৎ আগমন ঘটলে মানুষ

আল্লাহ্র প্রতি দোষারোপ করার সুযোগ পেত; কিন্তু এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ ও জানাশোনার পর মানুষের কোন কথা বলার সুযোগ থাকবে না। এজন্যেই বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে আল্লাহ তা‘আলা বহু বিস্ময়কর ও ভীতিপূর্ণ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। সেদিন মানব জাতিকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ তা‘আলা বলবেন,

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ- فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ-

‘এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববতীদেরকে একত্রিত করেছি। অতএব তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে’ *(মুরসালাত ৭৭/৩৮-৩৯)*।

অতঃপর ঐ দিনের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন, ‘সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মত। বন্ধু-বান্ধব খবর নিবে না, যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পণ স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্তাতিকে, তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সব কিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। কখনই নয়, নিশ্চয়ই এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও বিমুখ হয়েছিল’ *(মা‘আরিজ ৭০/৮-১৭)*।

বিচার দিবসের অপর এক বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, ‘যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে, যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হ’ল? যখন আমলনামা খোলা হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জলিত করা হবে এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে’ *(তাকভীর ৮১/১-১৪)*।

ইষৎ পরিবর্তিত আকারে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘কল্যাণের জন্যে প্রেরিত বায়ুর শপথ, সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ, ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্যে অথবা সতর্ক করার জন্যে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর যখন নক্ষত্র সমূহ নির্বাপিত হবে, যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে, যখন পর্বতমালাকে চালিত করা হবে এবং যখন রাসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরুপিত হবে, এসব বিষয় কোন দিবসের জন্যে

স্থগিত রাখা হয়েছে? বিচার দিবসের জন্যে। আপনি জানেন বিচার দিবস কি? সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে' *(মুরসালাত ৭৭/১-১৫)*।

এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে বিবাদমান মানবগোষ্ঠীর বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার জন্যে ও শান্তি রক্ষার জন্যে ছোট-বড় বহু বিচারালয় স্থাপন করেছে। এসব বিচারালয়ে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়পক্ষের আমলনামার বিকল্প কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, উভয়পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অতঃপর বিচারকের নিকট যার কাগজপত্র সঠিক প্রমাণিত হয় এবং সাক্ষ্যও সত্য হয়, তার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। এ রায়ে অভিযুক্ত বা দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জেল, জরিমানা এমনকি ফাঁসিও (মৃত্যুদণ্ড) হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর এসব বিচারালয়ে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয় পক্ষই নিজেকে সত্যবাদী ও নির্দোষ বলে দাবী করে। অথচ অনেকের কাগজ পত্রে ক্রটি-বিচ্যুতিও থাকে, মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণও দেয়া হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিচারকের পক্ষে সঠিক বিচার করা বা সঠিক রায় প্রদান করা সম্ভব হয় না। এতে অনেক নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি হয়ে যায়, আবার আইনের মার-প্যাচে অনেক বাঘা বাঘা দোষী ব্যক্তিও ছাড়া পেয়ে যায়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র বিচারালয়ে সত্য-সঠিক ব্যতীত মিথ্যা ও প্রতারণার কোন স্থান নেই। সেদিন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদের বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে। শত চেষ্টায়ও তারা মিথ্যা বলতে পারবে না। সেদিন অপরাধীরা সব বুঝতে পারবে এবং পরিত্রাণ চাইবে। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ-

'বস্তুতঃ যদি প্রত্যেক গোনাহগারের কাছে এত পরিমাণ থাকে, যা আছে সমগ্র যমীনের মাঝে, অবশ্যই সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে, আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে যখন আযাব দেখবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর যুলুম হবে না' *(ইউনুস ১০/৫৪)*।

অতএব এ কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আমলনামায় সংগৃহীত উত্তম আমল ছাড়া বিচার কাজে সাহায্য করার মত কোন পথ বা পাথেয় থাকবে না। তবে আল্লাহ্‌র রহমত হ'লে ভিন্ন কথা। আল্লাহ আমাদের সকলকে নেক আমলের মাধ্যমে আমাদের আমলনামা সুন্দর করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমলনামা ওযন হবে

কোন বস্তুর পরিমাপের সঠিকত্ব নির্ণয়ের জন্যই ওযন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। ধরুন, কেউ এক মন চাউল বিক্রয় করল বা কাউকে ধার দিল, এমতাবস্থায় যদি ঐ চাউলটা আনুমানিকভাবে দেওয়া হয় তবে নিশ্চিতভাবেই কিছু কম-বেশী হবে। আর ওযন করে দিলে, কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। অতএব বস্তুর সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ওযন পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই।

অনুরূপভাবে এই পৃথিবীর বা ইহজগতের সমাপ্তির পর পরজগতে প্রতিটি মানুষের সংগৃহীত আমলনামা ওযন করা হবে। এজন্যে সেখানে স্থাপিত মানদণ্ডে বা দাঁড়িপালায় একদিকে ভাল কাজগুলি ও অন্যদিকে মন্দ কর্মগুলি তুলে দিয়ে ওযন করা হবে। এতে ভাল কাজের বা নেকীর পাল্লা ভারী হ'লে সে হবে সৌভাগ্যবান, আর মন্দ কাজ বা পাপের পাল্লা ভারী হ'লে সে হবে দুর্ভাগ্যবান।

পবিত্র কুরআনে আমলনামা ওযন সম্পর্কে বেশ কিছু আয়াতের অবতারণা হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আ'রাফের ৮ ও ৯ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ–

'আর সেদিন যথার্থই ওযন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা তারা আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করত' *(আরাফ ৭/৮-৯)*।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা জাহান্নামে চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হ'ত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর, আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব। আল্লাহ বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের একদল বলত, হে আমাদের

পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। আজ আমি তাদেরকে তাদের ছবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম' *(মুমিনুন ২৩/১০১-১১১)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি? করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি জানেন কি? যে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত। অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে, আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন, তা কি? তা হচ্ছে প্রজ্জলিত অগ্নি' *(ক্বারিয়া ১০১/১-১১)*।

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, যার পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম, তারাই সুখী জীবন যাপন করবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কথাগুলির অর্থ খুব সহজ কিন্তু এর বাস্ত বতা যে কত গুরুত্বপূর্ণ ও কত কঠিন তা চিন্তা করার জন্যই বা বোঝার জন্যেই আয়াতগুলির অবতারণা। আমলনামা মানব জীবনের যাবতীয় ভাল কথা, ভাল ব্যবহার, ভাল কর্মকাণ্ড এবং মন্দ কথা, মন্দ ব্যবহার ও মন্দ কর্মকাণ্ডের সমষ্টি সম্বলিত একটি কিতাব বা দলীল। ক্বিয়ামতের দিন বা বিচারের দিন উহার সমস্ত বিষয়বস্তু দু'ভাগে বিভক্ত করে ওযন করা হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বা নেকীর বিষয়গুলি এক পাল্লায় এবং অসন্তুষ্টি বা পাপের বিষয়গুলি অন্য পাল্লায় তুলে দেয়া হবে। অতঃপর যে পাল্লা ভারী হবে সেটাই তার ফলাফল হবে। অর্থাৎ নেকীর পাল্লা ভারী হ'লে সে সফলকাম এবং পাপের পাল্লা-ভারী হ'লে সে হবে হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- কি কাজ করলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পাল্লা বা নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং কি করলে তাঁর অসন্তুষ্টি বা পাপের পাল্লা ভারী হবে তা তো মানব জীবনের নৈতিক ও ধর্মীয় অধ্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নেকীর পাল্লা ভারী করার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উপযোগী ইবাদত-বন্দেগীতে ব্রত হয়ে যারা জীবনযাপন করবে তারাই কাংখিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। তবে পাল্লা ভারী করার জন্য কি পরিমাণ নেকীর প্রয়োজন সেটাই উদ্বেগের বিষয়। এখানে নেকীর পাল্লা ভারী করার মানসিকতা বা আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা এবং পাপের পাল্লা ভারী হওয়ার আশংকা থেকে সাবধান থাকাই নেকীর পাল্লা ভারী করার সর্বোত্তম পন্থা। পক্ষান্তরে

আমলনামার ওযন ও পাপের পাল্লা ভারী হওয়াকে অবিশ্বাস করা এবং নেকীর পাল্লা ভারী হওয়ার সংবাদকেও অবিশ্বাস করাই হ'লো আল্লাহ্র অসন্তোষ ও নেকীর পাল্লা হালকা হওয়ার প্রধান কারণ। সুতরাং সতর্কতার সাথে অধিক নেকী উপার্জনে সর্বদা চেষ্টিত থাকা এবং পাপ ও অন্যায় কর্ম থেকে বেচে থাকাই হবে নেকীর পাল্লা ভারী হওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

আমলনামা সম্বন্ধে গাফেল ও সজাগ বান্দাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ এরশাদ করেন, 'আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তা দ্বারা বিবেচনা করেন, তাদের চোখ রয়েছে তা দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতম। তারাই হ'ল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। আর আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সেই নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদের বর্জন করো, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের (আমলনামার) ফল শ্রীঘই পাবে। আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন একদল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। বস্তুতঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না' *(আরাফ ৭/১৭৯-৮২)*।

সাদৃশ্যপূর্ণ অপর এক বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হওয়ার পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্র সর্বাধিক অবাধ্য, তাকে পৃথক করে নিব। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য আমি তাদের বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞাত আছি। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়ছালা। অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব' *(মরইয়াম ১৯/৬৬-৭২)*।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে পুরষ্কার বা শাস্তি দিবেন তা স্ব স্ব আমলনামা ওযনের ভিত্তিতেই ঠিক করা হবে। বিষয়টা আমাদের নিকট আশ্চর্য মনে হ'লেও আল্লাহ্র নিকট সহজ। ওযন বলতে সাধারণত যে কোন ধরনের খাদ্যদ্রব্য, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, যানবাহন, জ্বালানী দ্রব্য প্রভৃতিকে বুঝায়, এগুলি দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে ওজন করা

হয়। আবার জমিজমা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঠান্ডা, উষ্ণতা, যানবাহন চলার গতিবেগ, মানুষের চলার গতিবেগ, বাতাসের গতিবেগ, আলো ও শব্দের গতিবেগ প্রভৃতি দাঁড়িপাল্লা ছাড়াই পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া শক্তিশালী ভূমিকম্প সুনামি থেকে আরম্ভ করে শক্তিহীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুর শক্তির গতিবেগও এখন পরিমাপ হচ্ছে। এভাবে মানুষ তার আওতাভুক্ত সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুকে পরিমাপের মাধ্যমে ভালভাবে জানার চেষ্টায় ব্রত আছে। কিন্তু মানুষ একমাত্র আমলনামা ওযন করার ক্ষমতা রাখে না। এই অকল্পনীয় কাজ শুধুমাত্র মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষেই সম্ভব।

এ পৃথিবীতো সত্য কথা বলা, হালাল খাদ্য খাওয়া, সৎকর্ম সম্পাদন করা, ন্যায় বিচার করা উত্তম শ্রেণীর কাজ। অনুরূপভাবে সঠিক ওযন করাও একটি উত্তম কাজ বা উত্তম কাগজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে মিথ্যা কথা বলা, হারাম খাদ্য খাওয়া, অসৎকর্ম সম্পাদন করা, অন্যায় বিচার করা নিম্ন বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাজ। অনুরূপভাবে ওযন কম দেওয়াও একটি নিম্ন শ্রেণীর বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাজের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং মানবজীবনের সামগ্রীক দিক পর্যালোচনায় ওযন বা পরিমাপের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে আমলনামা ওযনের বিষয়টি অন্যভাবে অবহেলিত। বর্তমান সমাজে শহরে-বন্দরে, হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জেও ওযনের সঠিক ব্যবহার গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। বর্তমান হাট-বাজারগুলির দোকানদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই তাদের পণ্যদ্রব্য ওযনে কম দেওয়ার প্রবনতায় আক্রান্ত হচ্ছে। সুদূর অতীতেও মানব জাতির মধ্যে এই অপরাধ প্রবণতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ওযন কম দেওয়ার কারণে অতীতে শো'আইব (আঃ)-এর কওমের একটা উল্লেখ্যযোগ্য (বহু সংখ্যক) দোষী অংশকে কঠিন আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। আল্লাহ্র আদেশ মোতাবেক শো'আইব (আঃ) তাঁর কওমকে সঠিক ওযন দেওয়ার আহবান জানান এবং ওযন কম দেওয়ার কারণে আল্লাহ পক্ষ থেকে ভয়াবহ আযাবের আশংকার কথাও বলেন। কিন্তু তাঁর কওমের লোকেরা তা অগ্রাহ্য ও অমান্য করে।

আল্লাহ বলেন, 'আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শো'আয়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের

দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হ'ল তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(আরাফ ৭/৮৫)*।

আল্লাহ বলেন, 'তারা বলল, হে শো'আয়েব (আঃ)! আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐ সব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধনসম্পদ ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক' *(হূদ ১১/৮৪-৮৭)*।

শেষ পর্যন্ত শো'আইব (আঃ)-এর কওম তাঁর উপদেশ ও পরামর্শে কর্ণপাতই করল না, বরং সীমালংঘন করল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর গযব নাযিল করলেন। আল্লাহ বলেন, 'যখন আমার হুকুম আসলো তখন আমি শো'আয়েব ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করলাম। আর পাপীষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হ'লো। ফলে ভোর না হ'তে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল' *(হূদ ১১/৯৪)*।

শো'আয়েব (আঃ)-এর কওমের লোকেরা অহংকার বশতঃ সীমালংঘন করে মারাত্মক আযাবে পাকড়াও হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। তারা শিরকসহ বিভিন্ন পাপে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। তবে ওযনে বা মাপে কম দেওয়ার অপরাধটা সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এটিই ছিল তাদের শীর্ষ অপরাধ। ফলে আল্লাহ্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ওযন বা মাপ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'ওযন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আামি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না' *(আনআম ৬/১৫২)*। একই মর্মার্থে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 'মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করবে। এটা উত্তম, এর পরিণাম শুভ *(বণী ইসরাঈল ১৭/৩৫)*।

যারা ওযনে কমবেশী করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা ওযনে কম দেয়, যারা লোকেদের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন লোকদেরকে ওযন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে' *(তাতফীক ১-৬)*।

আমলনামা ওযন বা পরিমাপ করা হবে, এই আলোচনার সূত্র ধরে ইহজগতের প্রচলিত ওযন ও পরিমাপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো। আসলে ওযন ও পরিমাপ বিষয়টি মানবজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। কিন্তু মানুষ তা অনুভব করতে কার্পন্য করে। তবে ইচ্ছা করলেই বোঝার চেষ্টা করতে পারে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমলনামা সম্বন্ধে ভাল ধারণালাভ করা সম্ভব। কারণ আমলনামা তো নিজ নিজ জীবন ও জীবনীর গতি-প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দৈনন্দিন কর্মসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা। ধরুন একজন একটা ভাল কাজ দ্বারা দিনের যাত্রা শুরু করল, তারপর আর একটা ভাল কাজ করল, কিছুক্ষণ পর একটা সমস্যায় ভালর দাবী নিয়ে একটা মন্দ কাজ করে ফেলল। এই তিনটি কাজের গুরুত্ব চিন্তা করলে সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, ঐ দু'টি ভাল কাজের চেয়ে শেষের মন্দ কাজটিই বেশী খারাপ ও বেশী ওযনের। এতে তার আমলনামা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'লো। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ মন্দ কাজ হ'তে দূরে থাকা বা বিরত থাকাই মীযানের পাল্লা ভারী হওয়ার সহায়ক। পক্ষান্তরে কেউ একটা মন্দ কাজের মাধ্যমে দিনের যাত্রা শুরু করল, পরে আর একটি মন্দ কাজ করে ফেলল। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে একটা খুব ভাল কাজ করল। এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হ'লেন, অথচ পূর্বের দু'টির খারাপ কাজেও আল্লাহ অসন্তুষ্ট হননি, ফলে তার আমলনামার পাল্লা ভারী হয়ে গেল।

সুতরাং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভাল কাজগুলিই পাল্লাভারীর সহায়ক ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মন্দ কাজগুলিই পাল্লা হালকা করার সহায়ক। এর সমর্থনে আল্লাহ বলেন, 'যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে, ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত' *(নজম ৫৩/৩২)*। আর এরূপ কাজ করার উপযোগী লোকদের কথা প্রকাশ করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে। জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে এবং বিপদগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম' *(শো'আরা ২৬/৮৮-৯১)*।

অতএব মীযানের পাল্লা ভারীর লক্ষ্যে প্রকৃত সুস্থ মানসিকতা নিয়ে নেকীর কাজ করাই মানবজীবনের সর্বোত্তম সাধনা হওয়া উচিত। এজন্যে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আত্মসমর্পন ও আত্মনিবেদন করতে হবে। যে কোন উত্তম কাজের সাহায্যার্থে আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!

যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে

বিচার দিবসে আমলনামা ওযন করা হবে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার অসীম অলৌকিক জ্ঞান শক্তির সাহায্যে ওযন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির লিখিত ও সংরক্ষিত আমলনামা বিন্যস্ত করা হবে, অতঃপর বিচারের জন্য স্থাপিত দাঁড়িপাল্লার দু'দিকে উঠান হবে সমস্ত আমল। একদিকে উঠান হবে ভালগুলো, অন্যদিকে উঠবে মন্দগুলো। তখন স্বাভাবিকভাবেই এক পাল্লা ভারী হবে এবং অন্য পাল্লা হয়ে যাবে হালকা। যে পাল্লায় ভাল কাজগুলো বা নেক কাজগুলো তোলা হবে সেদিক যদি ভারী হয়, তবে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। আর যদি মন্দ কাজমসূহের বা পাপ কাজসমূহের পাল্লা ভারী হয়, তবে ভাল বা নেক কাজসমূহের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। ওযনের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই পাল্লা ভারী ও হালকার বিষয়টি নির্ধারিত হবে। মহাবিচারক ও ন্যায় বিচারক মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারক।

অতঃপর ওযনের কাজ শেষ হয়ে গেলে, ফলাফল অনুযায়ী আমলনামা তাদের নিজ নিজ হাতে ফেরৎ দেওয়া হবে। যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে তাদের কৃতকার্যের নমুনা স্বরূপ তাদেরকে ডান হাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে এবং তারা হবে সৌভাগ্যবান। তখন ক্বিয়ামতের মহাসংকট নিয়ে তাদের আর কোন চিন্তা বা সংশয় থাকবে না, তারা আনন্দে অভিভূত হবে। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً–

'স্মরণ করুন, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব, অতঃপর যাদেরকে ডান হাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না' *(বণী ইসরাঈল ১৭/৭০)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার এবং পৃথিবী পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আটজন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। অতঃপর যার আমলনামা ডান

হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে' *(আল-হাক্কা ৬৯/১৩-২৪)*।

এক ও অভিন্ন মর্মার্থে পুনরায় বর্ণিত হয়েছে, 'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত, আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। হে মানুষ! তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অতঃপর তাঁর সাক্ষ্য ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে' *(ইনশিক্বাক ৮৪/১-৯)*।

সেদিন যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে, তারাই জীবনের আসল কৃতিত্ব অর্জন করবে। তারা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও নানাবিধ অলৌকিক উপায়ে আল্লাহ্র সাহায্য, সাহানুভূতি, রহমত ও পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। তাদের প্রতি সুসংবাদমূলক প্রত্যাদেশে মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ–

'সেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে তাদের সম্মুখভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই মহাসাফল্য' *(হাদীদ ৫৭/১২)*।

আল্লাহ আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সেকি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তি সম্পন্ন। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে ও কঠোর হিসাবের আশংকা রাখে। যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে ছবর করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা

মন্দের বিপরীতে ভাল করে তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। তা হচ্ছে বসবাসের বাগান, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎ কর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা আসবে তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এবং বলবে, তোমাদেরকে ছবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের এ পরিণামগৃহ কতই না চমৎকার' *(রা'দ ১৩/১৯-২৪)*। সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদবাহী অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، لاَّ تَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً–

'অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন সজিব, তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা *(গাশিয়াহ ৮৮/৮-১১)*। সাদৃশ্যপূর্ণ অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ–

'তাদের জন্যেই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে' *(আনআম ৬/১২৭)*।

কৃতকার্য বান্দাদের সুসংবাদ স্বরূপ আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দিব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। আমি তাদেরকে দিব ফলমূল এবং গোশত, যা তারা চাইবে। সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দিবে, যাতে অসার নেই এবং পাপকর্মও নেই। সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম, তিনি সৌজন্যশীল পরম দয়ালু' *(তুর ৫২/২১-২৮)*।

মানব শিশু জন্মলাভের পর তার পিতামাতার কাছ থেকে ও পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে কিছু ধর্মীয় নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষালাভ করে থাকে। তন্মধ্যে বিসমিল্লাহ বলে ডান হাত দ্বারা যে কোন খাদ্য ও পাণীয় দ্রব্য গ্রহণ করা বা খাওয়া অন্যতম। শুধু খাদ্য গ্রহণের সময়ই নয়, অন্য যে কোন কাজ আরম্ভ করার সময়েও বিসমিল্লা বলে আরম্ভ করাটা মুসলিম জীবনে প্রথম ও প্রধান কাজ। অতঃপর খাওয়া ও কাজ করার সাথে ডান হাতের নিবিড় সম্পর্ক হলো, যে কোন

খাদ্যদ্রব্য, পাণীয় দ্রব্য ও ফলমূল ডান হাত দ্বারা ভক্ষণ করা এবং এসব খাদ্যদ্রব্য, পাণীয় ও ফলমূল অন্যকে পরিবেশন করার সময় ডান হাত দ্বারা পরিবেশন করা অবশ্য কর্তব্য।

যে কোন কাজ আরম্ভ করার সময় বিসমিল্লাহ বলে আরম্ভ করা এবং কোন বস্তু কারো সঙ্গে আদান-প্রদানের সময় ডান হাত দ্বারা আদান-প্রদান করা অপরিহার্য। ইসলামে এ দু'টি কাজের কোনটিরই বিকল্প নেই। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ ছাড়া কোন কাজের বৈধতা নেই। যেমন কোন প্রাণী যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করা ব্যতীত উক্ত প্রাণীর গোশত হালাল নয়, হারাম হয়ে যাবে। কোন বস্তু ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে প্রদান করাও অনুরূপ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশ্য অনেক মানুষ কখনো কখনো ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতেই মানুষের সঙ্গে লেনদেন বা আদান-প্রদান করে থাকে। এটা সম্পুর্ণ ইসলাম বিবর্জিত কাজ। তবে যারা এসব কাজ করে তারা আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র ধর্মে (ইসলাম) বিশ্বাসী নয় বা পুরোপুরি বিশ্বাসী নয়। এদের অধিকাংশই অহংকারী।

ডান হাতে খাওয়া, পান করা ও মানুষের সাথে লেন-দেন করা সম্পূর্ণ শরী'আত সম্মত বিধান। যারা আল্লাহ ও আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্মে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে বিশ্বাসী তাদের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কখনই বাম হাত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি পানীয় দ্রব্যও বাম হাতে পান করতে পারবে না এবং বাম হাতের সাহায্যে কারো সাথে আদান-প্রদান করতে পারবে না। ওযূ করার সময় ডান দিক বাদ দিয়ে বাম দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আগে ধুইতে পারে না। এমনকি মৃত ব্যক্তির লাশ ধৌত করার সময়ও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ডান দিকই আগে ধুইতে হবে, পরে বাম দিক।

উপরোক্ত আলোচনার পেক্ষাপটে দেখা যায়, ক্বিয়ামতের দিন যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে তারাই সফলকাম। যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে তারা অবশ্যই আল্লাহর বিশ্বস্ত দাস হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। তারা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যের চিন্তা করে না এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধলাভের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণে দৃঢ় বিশ্বাসী। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির চিন্তায় তাঁকে স্মরণ করার সময় তাদের হৃদয় ভীত কম্পিত হয় এবং তারা নির্জনে অশ্রু বিসর্জন করে।

ডান হাতে আমলনামা পাওয়া নিঃসন্দেহে একটি শুভসংবাদ ও আনন্দদায়ক সংবাদ। যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নানাভাবে সম্মানিত হবে, সংবর্ধনা পাবে ও অকল্পনীয়ভাবে আপ্যায়িত হবে। আল্লাহ বলেন, 'এটা নীচু

করে দিবে, সমুন্নত করে দিবে। যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধুলিকনা। তোমরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা ডান দিকে, কতই না ভাগ্যবান তারা এবং যারা বাম দিকে কতই না হতভাগ্য তারা। আর অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই, তারাই নৈকট্যশীল। অবদানের উদ্যানসমূহে। তারা একদল পূবর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে। স্বর্ণখচিত সিংহাসনে। তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের কাছে ঘোরাফিরা করবে চির কিশোররা পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, যা পান করলে তাদের শির:পীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিসম্মত পাখীর গোশত নিয়ে। তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ। আবরনে রক্ষিত মোতির ন্যায়। তারা যা কিছু করত তার পুরস্কার স্বরূপ তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না। কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। যারা ডান দিকে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান, তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহিত পানিতে ও প্রচুর ফলমূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়। আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। আমি জান্নাতী রমনীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চির কুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা, ডান দিকের লোকদের জন্যে' *(ওয়াক্বিয়া ৫৬/১-৩৮)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী, কিন্তু ডান দিকস্থরা, তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তার বলবে, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত' *(মুদ্দাসসির ৭৪/৩৮-৪৭)*।

যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে তাদের সুখ-সুবিধার বিষয় নিয়ে উপরের আয়াতগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। ডান হাতে আমলনামা পাওয়া বা বাম হাতে আমলনামা পাওয়ার বিষয়টি স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত এবং ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার বা কোন রকমের চ্যালেঞ্জ করার বিন্দুমাত্র যোগ্যতাও কোন মানুষের নেই। কারণ আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞানের সামনে ধৃষ্টতা করার বা কোন প্রকারের কুচিন্তা করার ক্ষমতাও সেদিন মানুষের থাকবে না। তাছাড়া আমলনামার রক্ষিত হিসাব তথা নিজ নিজ জীবনের কার্যাবলী ও কথা চিত্রে যে ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবে তার প্রতিক্রিয়া মানুষকে পুরোপুরি জব্দ করে দিবে। সেদিন মানুষ নিজে নিজেই বুঝবে ও স্বীকার করবে যে, তার আমলনামার ফলাফলে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি নেই। মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা সেদিন সকল মানুষকে

এমনকি নিরক্ষর মানুষকেও আমলনামা পাঠ করার ক্ষমতা প্রদান করবেন। সবাই বিনীত ও নম্র চিত্তে আমলনামার সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাশীল হয়ে মহান স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পন করবে। কিন্তু সেদিনের ঐ আত্মসমর্পনে কোন কাজ হবে না। মহাপরাক্রমশালী ও মহাসত্যবাদী আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কাজ করবেন। তিনি বলেন, 'যেদিন আমি পর্বতকে উপড়ে ফেলব আর আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটা শূন্য ময়দান, আমি সেদিন সকলকে একত্রিত করব এবং কাউকে অব্যাহতি দিব না। আর তাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে সারি বেঁধে হাযির করানো হবে, আর বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার সামনে হাযির হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত মূহূর্তে আমি উপস্থিত করব না' *(কাহফ ১৮/৪৭-৪৮)*। একই বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি কখনই মনে করবেন না যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুত ভঙ্গ করেন। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী দণ্ডবিধাতা' *(ইবরাহীম ১৪/৪৭)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, ' সেদিন আকাশকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টি সূচনা করেছিলাম সেভাবে আমি পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য আমি তা পালন করবই' *(আম্বিয়া ২১/১০৪)*।

তাঁর আরও এক তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যপূর্ণ আশা ও ভীতির বানী হলো, 'জেনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(মায়দা ৫/৯৮)*।

মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী, মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবনের শেষে পরকালে জান্নাতে স্থান দিবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমকে অমান্য করে বা অবিশ্বাস করে কেউ ইবাদতের পরিপন্থী কাজ করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা আল্লাহ ও তাঁর আদেশে বিশ্বাসী হয়ে শ্রদ্ধাশীল ও ভীত অবনত হয়ে কাজ করবে, তারা অনেকে ভুল ত্রুটি করেও ক্ষমাপ্রাপ্ত ও রহমতপ্রাপ্ত হয়ে ডান হাতে আমলনামা পেয়ে জান্নাতে চলে যাবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ও তাঁর আদেশকে অবিশ্বাস করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করে, তারাই কঠোর শাস্তির উপযোগী হয়ে বাম হাতে আমলনামা পাবে।

যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে

মহান আল্লাহ বলেন, 'যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায় আমার মৃত্যুই যদি শেষ হ'ত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদের বলা হবে, ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। অতঃপর শৃঙ্খলিত করো সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহতে বিশ্বসী ছিল না এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না। অতএব আজকের দিনে এখানে তার কোন সুহৃদ নেই এবং কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত' *(হা-ক্বাহ ৬৯/২৫-৩৬)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তাঁর সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজ হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ কববে। সে তার পরিবার পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না' *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৬-১৪)*। যারা তাদের আমলনামা বাম হাতে পাবে অথবা পিঠের পশ্চাদ্দিকে থেকে পাবে তারা তাদের কর্মের কারণে আমলনামা দেখবে অথবা তার আগেই নিজের পরিণতির কথা বুঝে নিবে। এ প্রসঙ্গে অদৃশ্য জ্ঞানের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ 'যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে' *(রূম ৩০/১২)*। তিনি বলেন, وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً 'সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব' *(কাহাফ ১৮/১০০)*।

এক ও অভিন্ন লক্ষ্যের আরও এক প্রত্যাদেশ হলো,

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً

'অপরাধীরা আগুন দেখে বোঝে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হ'তে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না' *(কাহফ ১৮/৫৩)*।

যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর অসীম রাজত্বে ও মহাজ্ঞানে বিশ্বাসী তারা অবশ্যই ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী। আর যারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী তারা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনে

বিশ্বাসী। তারা ক্বিয়ামতের ভয়ে ভীত ও ক্বিয়ামতের নিয়ন্ত্রক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত। তারা বিনীত, নত, অবনত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে সদাপ্রস্তুত। ক্বিয়ামতের দিন এরাই হবে আল্লাহ মেহমান, এদের সুরক্ষার ও শান্তির জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। এদের কর্মের কারণে এরা সেদিন আশাবাদীও থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সার্টিফিকেট হিসাবে ডান হাতে আমলনামা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা ভয়াবহ ক্বিয়ামত ও উহার স্রষ্টা অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করে না, তাঁর বিধানাবলীকে ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না, তাদেরকে বাম হাতে আমলনাম প্রদান করা হবে।

আলোচ্য অধ্যায়ের শীর্ষ প্রতিপাদ্য 'যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে'। কারা ডান হাতে আমলনামা পাবে এবং কারা বাম হাতে আমলনামা পাবে, পবিত্র কুরআনের দীর্ঘ আলোচনায় তা সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। উপরোল্লিখিত আয়াত ক'টিতে বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্ত লোকদের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে। এদের জাগতিক জীবনের হাল-হকিকত এর গোপন সংবাদসহ প্রত্যাদেশ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন না আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে। যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপনতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে (আল্লাহ তাদেরকেও ভালবাসেন না)। আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য আপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যারা লোক দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না (আল্লাহ তাদেরকেও ভালবাসেন না)। আর শয়তান কারো সঙ্গী হ'লে সে সঙ্গী কতই না জঘন্য' *(নিসা ৪/৩৬-৩৮)*।

অপর এক প্রত্যাদেশে এসেছে, 'দুস্কৃতিকারীরা (অবিশ্বাসীরা) বিশ্বাসীদেরকে হাসিঠাট্টা করত এবং তারা যখন ওদের কাছ দিয়ে যেত তখন পরস্পর বাঁকা চোখে ইশারা করত। ওরা যখন ওদের নিজেদের লোকদের মধ্যে ফিরে আসত তখন উল্লসিত হয়ে ফিরত, আর যখন ওরা তাদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) দেখত তখন বলত, এরাই তো পথভ্রষ্ট। অথচ ওদেরকে তো তাদের (বিশ্বাসীদের) তত্ত্বাবয়ায়ক করে পাঠানো হয়নি। আজ বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদেরকে উপহাস করছে, তাদেরকে লক্ষ্য করছে উচু আসন থেকে। (তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে) অবিশ্বাসীরা যা করত তার প্রতিফল পেল তো? *(মুতাফিফিন ৮৩/২৯-৩৬)*।

পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট উভয়ের পাশাপাশি প্রত্যাদেশে বর্ণিত হয়েছে, 'যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমান

আরও থাকে। তবে সবই নিজেদের মুক্তিপন স্বরূপ দিয়ে দিবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব, তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান' *(রাদ ১৩/১৮)*।

সেদিন পৃথক কর্মের কারণে পৃথক পৃথক দল হবে এবং তাদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে, 'যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করবেন, (বলবেন,) হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, আগুন হলো তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে, কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। এমনিভাবে আমি পাপীদের একে অপরের সাথে যুক্ত করে দিব তাদের কাজ কর্মের কারণে' *(আনআম ৬/১২৮-২৯)*।

বাম হাতে আমলনামা পাওয়া একটি সুনিশ্চিত অভিশাপ। বাম হাতে আমলনামা পেয়ে মানুষের মাঝে কি প্রতিক্রিয়া শুরু হবে, তা আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। অপরাধীরা তাদের অপরাধের কারণে সেদিন এমন আতংকগ্রস্ত হবে যে, তারা ভাববে এ ভয়াবহ দিনের শাস্তির ব্যবস্থা তাদের জন্যই করা হয়েছে। তারা এ থেকে অব্যাহতির কোন উপায়ও খুঁজে পাবে না এবং সেখান থেকে সরে (পালিয়ে) যেতেও পারবে না। এ জগতে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাদের ধৃষ্টতা দ্বারা কিছু নিরীহ শ্রেণীর মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। বিচার দিবসে এক সময়ে এরা মুখোমুখী হয়ে যাবে, তখন অপরাধীরা লজ্জায় ও অপমানে মাথা হেঁট করে থাকবে। যাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হ'ত তারাই তখন উচ্চাসনে বসে যালেমদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে পারবে। এভাবে এজগতের সকল খারাপ কাজ সেদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তার বিনিময়ে সে যে শাস্তি পাবে তাও দেখা যাবে।

অতঃপর বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, 'বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা! তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তাপ পানিতে এবং ধুর্মকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। তারা ইতিপূর্বে স্বচ্ছন্দ্যশীল ছিল। তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত। তারা বলত, আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও। বলুন! পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীগণ। তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে,

অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি, পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। ক্বিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন' *(ওয়াক্বিয়া ৫৬/৪১-৫৬)*।

যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বা চরম পরিণতির কথা অবহিত করে উপরের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে। তারা দুনিয়ার বুকে পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে শান্তিতে ছিল। তারা পুনর্জীবন ও পরকালীন জীবনে বিশ্বাসী ছিল না। তারা ভাবত তাদের পূর্বপুরুষগণ যেভাবে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তারাও মৃত্যুর পর সেভাবেই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তাই আল্লাহ্‌র প্রেরিত কোন অহি-র প্রতি বা কোন নবী-রাসূলের আদেশ-উপদেশ বা আদর্শের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস ছিল না। তাদেরকে ভীতির মাধ্যমে সংশোধনের প্রয়াসে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কঠোর হ'তে কঠোরতম বাণীসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, যা একদিন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। উপরোক্ত আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক কঠিন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে আমি তাদেরকে আগুনে পেড়াবই। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে তখনই তার জায়গায় আমি নতুন চামড়া সৃষ্টি করব। যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে পারে। আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী' *(নিসা ৪/৫৬)*।

অতঃপর বিশ্বাসীদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণ ভার অর্পিত আছে নির্মমহৃদয়ে কঠোরস্বভাব ফেরেশতাদের উপর, যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না, আর যা আদেশ করা হয় তাই করে' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

উপরোক্ত আলোচনা সারমর্মে দেখা যায়, বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের শাস্তির বর্ণনা দ্বারা বিশ্বের সকল অবিশ্বাসীকে সংযত থাকার এবং ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের তাতে পতিত না হওয়ার পরোক্ষ বর্ণনা রয়েছে। একইভাবে ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের শান্তির আলোয় জান্নাতের বর্ণনা দ্বারা বিশ্বাসীদের আশ্বস্ত এবং বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের ক্ষীন আশা ভরসার পরোক্ষ বর্ণনা রয়েছে। এসব বর্ণনায় মানুষ জীবনের শেষ মুহূর্তেও কেউ হবে লাভবান এবং কেউ হবে ক্ষতিগ্রস্ত। পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে তার কৃতকর্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ততা হ'তে রক্ষা পাওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার জন্য শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

জান্নাতী ও জাহান্নামীর পরিচয়

জান্নাত ও জাহান্নাম জাতিধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের অতি পরিচিত একটি অজ্ঞাত সুখ-দুঃখের স্থান। জান্নাত হ'লো সর্বোৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদ বা সুখের আবাসস্থল। কাজেই সেখানে সর্বোৎকৃষ্ট লোকেরাই স্থান পাবে। সেখানে পথভ্রষ্ট, দোষী, অন্যায়কারী বা অপরাধীরা কোন ঠাঁই পাবে না। পক্ষান্তরে জাহান্নাম হলো সর্বনিকৃষ্ট দুঃখ-দুর্দশার ও শাস্তিভোগের জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। সেখানে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাপী ও অপরাধীরাই তাদের আবাসস্থল হিসাবে বসবাস করবে। সেখানে সৎকর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও নীতিবান লোকেরা কখনই প্রবেশ করবে না।

অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর লোকদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের কারণে জান্নাত বা জাহান্নামের অবয়ব বা কার্যকারিতা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা রয়েছে। তবে ইসলাম ধর্মালম্বী সকলের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা প্রায় এক ও অভিন্ন এবং উহার গুরুত্ব সীমাহীন ও অবর্ণনীয়। মানুষের সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠত্বের বিকাশ সাধনের সাফল্য এবং উহার অবমাননার প্রতিফল প্রদানের নিমিত্তেই জান্নাত ও জাহান্নামের উদ্ভব হয়েছে। দৃশতঃ জান্নাত জাহান্নাম খুবই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। জান্নাত ও জাহান্নাম খুবই নিকটবর্তী অতি সত্য মহাপরিকল্পনা। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তা সহজে বোঝা যাবে।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাদশাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবকে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের দৈনন্দিন ও সার্বিক কর্তব্যের কথা। অতঃপর জান্নাত ও জাহান্নামের অব্যর্থ মহাসংবাদও তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানব মানবীই একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং অনির্দিষ্টভাবে কিছুদিন অর্থাৎ ৫০/৬০/৭০ বছর জীবন যাত্রার পর একইভাবে মৃত্যুবরণ করে। পৃথিবীর এই অবস্থানটুকু, পৃথিবীতে জাকজমকপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অধিকাংশ মানুষ যেভাবে অকাতরে ব্যয় করে ও কাজ করে, পরকালে (জান্নাতে) প্রতিষ্ঠালাভের জন্য তার অর্ধাংশ বা তদপেক্ষা আরও কিছু কম করলেও নিজ লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে।

পৃথিবীতে অবস্থানকালীন সময়ে যারা পরকালে (জান্নাতে) প্রতিষ্ঠালাভের লক্ষ্যে কাজ করে এবং অর্থ ও সময় ব্যয় করে, তারা এ জগতের জন্য তার অর্ধেক বা তার চেয়েও অনেক কম কাজ করে ও ব্যয় করে। এরাই হবে জান্নাতের অধিবাসী। পক্ষান্তরে যারা পরকাল বা জান্নাত জাহান্নামে বিশ্বাসী নয় এবং সে লক্ষ্যে কোন কাজ

করে না, তারাই হবে হতভাগা। এরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। মহান আল্লাহ বলেন,

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْاْ بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ–

‘যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপন স্বরূপ দিয়ে দিবে। তাদরে জন্যে রযেছে কঠোর হিসাব। আবাস হবে জাহান্নাম। আর সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান’ *(রাদ ১৩/১৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ–

‘যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করেছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে’ *(নমল ২৭/৮৯-৯০)*।

সাদৃশ্যপূর্ণ আলোচনায় মহান আল্লাহ তা‘আলা তার প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন যে, ‘নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন, কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর, যাতে তিনি মন্দকর্মীদের তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মশীলদেরকে দেন ভাল ফল। যারা বড় পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে’ *(নজম ৫৩/৩০-৩২)*। জান্নাতী ও জাহান্নামী নির্বাচনের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশে বলা হয়েছে, ‘যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফের তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১২)*।

এ আয়াতের পরিপূরক পরবর্তী এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ‘পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ: তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে? *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

জান্নাতীদের পরিচয় দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ‘জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহভীরুদের অদূরে। তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হ’ত। তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন। তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক’ *(ক্বাফ ৫০/৩১-৩৫)*।

অতঃপর জাহান্নামীদের পরিচয় ও শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে ও পিছনে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও বার বার তা গুনে এবং ভাবে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না, তাকে তো নিক্ষেপ করা হবে হুতামায়। হুমাতা কী, তুমি জানো কি? এ আল্লাহ্‌র প্রজ্জলিত হুতাশন, যা হৃৎপিণ্ডগুলোকে গ্রাস করবে, ওদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভে’ *(হুমাজা ১০৪/১-৯)*।

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু হ’তে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত অগণিত জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করা অসম্ভব। আর এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্যে সৃষ্ট জান্নাত ও জাহান্নামে শান্তি ও শাস্তির পরিসংখ্যান নির্ণয় করাও অনুরূপ কঠিন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা‘আলা শান্তি ও শাস্তির জান্নাত ও জাহান্নামের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলি ও উহাদের শাখাগুলির সংক্ষিপ্ত সংবাদসমূহ প্রত্যাদেশ করেছেন। উপরে বর্ণিত আয়াতগুলিতে সেগুলির অনেক নমুনা রয়েছে। জান্নাতী ও জাহান্নামীর চরিত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও উক্ত আয়াতগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত আরও কিছু আয়াত উপস্থাপন করা হল-

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে এক প্রত্যাদেশে বলেন, ‘মানুষ বলে আমার মৃত্যু হওয়ার পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে

সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্‌র সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য আমি তাদের বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞাত আছি। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়ছালা। অতঃপর আমি পরহেযগারদের উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব' *(মারইয়াম ১৯/৬৬-৭২)*।

সাদৃশ্যপূর্ণ অপর এক প্রত্যাদেশে বর্ণিত হয়েছে, 'শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেঁহুশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষনাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে। তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্ত বায়িত হয়েছে। বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদা সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার' *(যুমার ৩৯/৬৮/৭৪)*।

পরকালের দীর্ঘস্থায়ী আবাসস্থলের (জান্নাত ও জাহান্নামের) আয়তন ইহকালের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বৃহৎ এবং সেখানকার সুখ-দুঃখের স্থানের মান বা গুনাগুনের সমষ্টি পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বেশী।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, কোন সওয়ারী এর ছায়ায় শত বর্ষব্যাপী চলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না *(বুখারী)*।

অপর এক হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়াতলে কোন সওয়ারী শতবর্ষব্যাপী চলতে পারে। তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পার এবং 'দীর্ঘছায়া'। আর জান্নাতে তোমাদের একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও, যেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটে (অর্থাৎ দুনিয়া) তার চেয়ে অনেক উত্তম' *(বুখারী)*।

জান্নাত ও জাহান্নামের অনন্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই জান্নাতীরা তাদের ঊর্ধ্বের বালাখানার বাসিন্দাদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন করে আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিগন্তে তোমরা একটি উজ্জল ও দেদীপ্যমান তারকা দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এটা হবে। ছাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ওটা নবীগণের স্থান। অন্যরা তো ওখানে পৌছতে পারবে না। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করবে, ওখানে তারা পৌছতে সক্ষম হবে' *(বুখারী)*।

জাহান্নাম সম্পর্কিত এক হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের (উত্তাপের) সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! (জাহান্নামীদের শাস্তিদানের জন্য) দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি জবাব দিলেন, দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুন (এর তাপ) আরও উনসত্তর ভাগ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক অংশে এর সমপরিমাণ তাপ রয়েছে' *(বুখারী)*।

আল্লাহ বলেন, 'তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। যেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন। তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আর্ত-চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের

করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পার? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর, যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(ফাতির৩৫/৩৩-৩৭)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন, 'জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে আল্লাহ্র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে, আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব পালনকর্তার সমতূল্য গন্য করতাম। আমাদের দুষ্ট কর্মীরাই গোমরাহ করেছিল। অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। হায় যদি আমরা কোনরূপে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু' *(শু'আরা ২৬/৯০-৯৪)*।

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ধারাবাহিক আলোচনায় আরও প্রত্যাদেশ হলো, 'যে ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে, অমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি। অগ্নি যখন তাদেরকে দূর থেকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না, অনেক মৃত্যুকে ডাক। বলুন এটা উত্তম না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব। সেদিন আল্লাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে। সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিল? তারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করতে পারতাম না, কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা

আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (আল্লাহ মুশরিকদেরকে বলবেন) তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গোনাহগার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব' *(ফুরক্বান ২৫/১১/১৯)*।

মানুষ নিজ কর্মের জন্য দায়ী। এটি মুসলমানরা যেমন স্বীকার করে, জগতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও কোন না কোনভাবে তা স্বীকার করে। তবে কখন, কোথায়, কি অবস্থায়, কি পরিমাণে মানুষ তার কর্মফল ভোগ করবে এ সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। মানুষরে শারিরীক গঠন, যেমন হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মাথা ইত্যাদির গঠনাকৃতি বা এদের কার্যকারিতা নিয়ে মূর্খদের মধ্যেও মতভেদ সৃষ্টি হয় না, কিন্তু আত্মার স্বরূপ নিয়ে বড় বড় ধার্মিক পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, মনীষীদের মধ্যেও অনেক মতভেদ সৃষ্টি হয়। পরকাল অতীন্দ্রিয় জগৎ, সুতরাং পরকালের তত্ত্ব নিয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নয়। তবে এ জটিল অবস্থা হ'তে উত্তরণের জন্যে পরম দয়াশীল আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানুষের মধ্য হ'তে নবী-রাসূলকে পাঠিয়েছেন। যারা এ বিষয়ের সার্বিক ও সঠিক তথ্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রাপ্ত হয়ে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

নবী রাসূলগণ আল্লাহ্র আদেশ-নির্দেশ বা প্রত্যাদেশ দ্বারা তাঁদের অধীনস্ত লোকদের সৎপথের ও ধর্মপথের আহ্বান জানিয়েছেন। পৃথিবীর শেষ অধ্যায়ে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী ও রাসূল হিসাবে নির্বাচিত হন। তাঁর মতে জীবনের সর্বকার্যে আল্লাহ্র আনুগত্যই ইসলাম। স্বয়ং তিনি নিজে সারাজীবন তা কার্যে পরিণত করে অমর অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। এজন্য তিনি পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহানুভব মহামানব, নেতা, কর্মী, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ন্যায়বিচারক প্রভৃতি গুণে ভূষিত। অতঃপর তিনি পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, আন্ত র্জাতিক যাবতীয় কার্যাবলী আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদন করেছেন। তাঁকে যিনি যত বেশী অনুসরণ করতে পারবেন, তিনি তত বেশী ভাল মানুষ ও ভাল ধার্মিক হ'তে পারবেন। তাঁর অনুসরণ ছাড়া কেউ পূর্ণাংগ মুসলমান হ'তে পারবে না।

অতএব জান্নাতী ও জাহান্নামীর পুরস্কার ও শাস্তির বর্ণনা সম্বলিত উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহ আল্লাহ্র অনুগত বান্দার এবং বিশ্বাসঘাতক বান্দার জন্য জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ।

বিবিধ জ্ঞাতব্য

এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর সংযুক্ত যাবতীয় বৃহত্তম বস্তু হ'তে ক্ষুদ্রতম বস্তু বিনা কারণে বা বিনা কাজে সৃষ্টি হয়নি। যদি কেউ এরূপ ভেবে থাকে, তবে তা হবে নিতান্তই ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপিলীকা ও কীটপতঙ্গের সৃষ্টিতে অসীম জ্ঞান বিজ্ঞানের নমুনা রয়েছে। এরূপ একটি সৃষ্টি (সারাজীবনে) সম্পন্ন করা মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না এবং সে কাজের জন্যে মানুষকে সৃষ্টিও করা হয়নি। মানুষকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে কাজই তাকে করতে হবে।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা প্রত্যক্ষ করার জন্য হিসাব রাখার ব্যাবস্থাস্বরূপ আমলনামা লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণের সুশৃংখল ব্যবস্থা করেছেন। ইতোমধ্যে অত্র রচনার বিভিন্ন অধ্যায়ে তা মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান ও আদেশ-নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার স্বাধীন ইচ্ছা মানুষকে দেয়া হয়নি। তবুও অনেক মানুষ নির্ভীকভাবে নিজ বুদ্ধিমত্তায় ইচ্ছানুযায়ী যা খুশী তাই করে থাকে। এসবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয় বিরতিহীনভাবে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন এরা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

'যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলোর বিবিময়ে ক্বিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রান পেতে চায় তবুও তাদের কাছ থেকে কবুল করা হবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(মায়েদা ৫/৩৬)*।

একই মর্মার্থে অন্য আয়াতে প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'বস্তুতঃ যদি প্রত্যেক গোহাগারের কাছে এত পরিমাণ থাকে, যা আছে সমগ্র যমীনের মাঝে, আর অবশ্যই তারা যদি সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে, আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না' *(ইউনুস ১০/৫৪)*।

আল্লাহ এরশাদ করেন, 'যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে। আর যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সব কিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপন স্বরূপ দিয়ে দিবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব, তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান' *(রাদ ১৩/১৮)*।

এক ও অভিন্ন মর্মার্থে পুনরায় বর্ণিত হয়েছে, 'যদি গোহাগারের কাছে পৃথিবীর সব কিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা ক্বিয়ামতের দিন সে সব কিছুই নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দিবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না' *(যুমার ৩৯/৪৭)*।

ক্বিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সেদিন বড় বড় অপরাধীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজেদের নিস্কৃতির উপায় খুঁজবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যে সব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদের পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়' *(হা-মীম সিজদা ৪১/২৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'সবাই আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, অতএব তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎ পথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা ছবর করি সবই আমাদের জন্য সমান, আমাদের রেহাই নেই' *(ইবরাহীম ১৪/২১)*।

মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা অসীম জ্ঞান সমুদ্রের মালিক। তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের খবরাখবর জানেন। আর মানুষের বিষয়টি তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথাবার্তা বা কাজকর্ম কি, তিনি সন্দেহাতীতভাবেই তা জানেন। তাই উপরোল্লিখিত আয়াতগুলির আলোচনায় ক্বিয়ামতের দিনে মানুষের অনাবৃত কথাগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৃথিবীর মানুষকে তাঁর সত্যবাদিতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সেদিন একজন (গোনাহগার) লোক আল্লাহ্‌র আযাব হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদের সমপরিমাণ বা তার চাইতেও অনেক বেশী ধন-সম্পদের বিনিময়ে বাঁচতে চাইবে, কিন্তু তা মোটেও সম্ভব হবে না। পবিত্র কুরআনের মহাসত্য বাণী শ্রবণ করে বা পাঠ করেও যেমন মানুষের বা ধনাঢ্য মানুষের হৃদয়ে কোন অনুভূতি

জাগে না বা মুক্ত হস্তে দান করে জান্নাত লাভের কোন আকাংখা করে না বা তাঁর প্রতি বিশ্বাস এনে ভীতির উদ্রেক হয় না, তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলাও সেদিন তাদের অনুতাপের বা কষ্টের প্রতি বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি দেখাবেন না, বরং তিনি চরম রাগান্বিত হয়ে তাদের প্রতি শাস্তির হুকুম দিবেন।

আল্লাহ্‌র মহাক্ষমতার প্রতি মানুষের অবজ্ঞা, অনীহা, অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্যের আস্পর্ধাই ইহার একমাত্র কারণ। পৃথিবীর সমুদয় ধন-সম্পদে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। দুনিয়ার কিছু ধন-সম্পদ দান-খয়রাতের কথা বলা হয়েছে। কিছু দরিদ্র লোক তাদের অন্নবস্ত্রের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে, আল্লাহ ধনীদেরকে তা পূরণ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা অকাতরে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে দান-খয়রাত করে, তারা এই কঠিন দিনে আশাতীতভাবে উপকৃত হবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে ধন-সম্পদের মহব্বতে বহু দিন দরিদ্র, ফকীর-মিসকীনকে অনাহারে রেখেছিল, তারা আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের সামনে দাঁড়াতে পারবে না এবং পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের সমপরিমাণ ধন-সম্পদের বিনিময়েও নিজকে রক্ষা করতে পারবে না।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কাফেরকে হাযির করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, (বল) যদি তোমার নিকট গোটাজগত পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তবে কি তুমি (আযাব থেকে) পরিত্রাণ লাভের বিনিময় স্বরূপ সে সমুদয় দান করবে? সে বলবে, হাঁ। তাকে বলা হবে, তোমার নিকট এর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্রতর বস্তুই চাওয়া হয়েছিল' *(বুখারী)*।

আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) জাহান্নামের উল্লেখ করলেন এবং তাঁর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং উহা হ'তে নিরাপত্তা কামনা করলেন। তারপর (আবার) জাহান্নামের উল্লেখ করলেন এবং চেহারা ফিরিয়ে নিলেন ও উহা থেকে নিরাপত্তা কামনা করলেন। অতঃপর বললেন, খুরমার এক টুকরা দিয়ে হ'লেও জাহান্নাম থেকে (নিজেদেরকে) রক্ষা করো, আর যদি এতেও অক্ষম হও, তবে উত্তম কথাবার্তা দ্বারা (নিজেদেরকে) জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করো' *(বুখারী)*।

উপরোক্ত হাদীছ দু'টি এবং তার পূর্বে উল্লিখিত পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলিতে ক্বিয়ামত দিবসে বান্দার সুখ-দুঃখের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ক্বিয়ামতের অনেক পূর্বেই মানুষ ক্বিয়ামতের নমুনা দেখতে পাবে, সেটি মৃত্যুর প্রাক্কালেই শুরু হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ 'মানুষের হিসাব ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী, অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে'

(আম্বিয়া ২১/১)। যে ব্যক্তি মারা যায়, তার ক্বিয়ামত বা হিসাব-নিকাশ তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসাবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতি মুহূর্তে মানুষ নিজ নিজ মৃত্যুর আশংকার সম্মুখীন। মৃত্যুর পর নেককার বান্দার কবরে আযাব হয় না, পক্ষান্তরে গুনাহগার পাপী বান্দার কবরে আযাব হয়ে থাকে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার নিকটে দু'জন ইহুদী বৃদ্ধা আসল। তারা আমাকে বলল, কবরবাসীদেরকে তাদের কবরে আযাব দেওয়া হয়ে থাকে। আমি তাদের কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম এবং তাদের কথা সত্য বলে মানতে মন চাইল না। সুতরাং তারা দু'জন চলে গেল। তারপর আমার নিকট নবী (ছাঃ) আসলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তারা দু'জন ঠিকই বলেছে। অবশ্যই মানুষকে কবরে আযাব দেয়া হয়ে থাকে। সকল চতুস্পদ জন্তুই তা শুনে থাকে। সুতরাং এরপর আমি নবী (ছাঃ)-কে প্রত্যেক নামাযে কবর আযাব থেকে পানাহ চাইতে দেখেছি *(বুখারী)*।

মুস'আব বর্ণনা করেছেন, সা'দ (রাঃ) পাঁচটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে নির্দেশ দিতেন এবং উক্ত পাঁচটি জিনিস তিনি নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করতেন যে, রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এ পাঁচটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে আদেশ দিতেন। (তিনি বলতেন) 'হে আল্লাহ! আমি কৃপণতা ও বখিলী থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই ভীরুতা কাপুরুষতা থেকে। আপনার নিকট পানাহ চাই কবর আযাব থেকে' *(বুখারী)*। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাকে কবরস্থানে দাফন করে লোকেরা নিজনিজ বাড়ীতে ফিরে আসে। অতঃপর দু'জন ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির কাজে আসে এবং তাকে জীবিত করে কিছু প্রশ্ন করে। যারা ঈমানদার ও পূণ্যবান তারা সঠিক উত্তর দেয়, এতে ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ হ'তে মৃত ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হয় এবং তার জন্য রহমতের প্রার্থনা করে এবং আল্লাহও তার জন্য স্থায়ী রহমত প্রেরণ করেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তি পাপীষ্ঠ হ'লে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র দরবারে তার জন্য অভিশম্পাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা নাযিল হয়ে যায়। অর্থাৎ কবরে আযাব শুরু হয়ে যায়।

কবরে শান্তি ও শাস্তির মধ্য দিয়ে যুগ যুগ অতিবাহিত হ'তে থাকবে আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বান্দাদের এবং এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে ক্বিয়ামত এসে যাবে। অতঃপর বিচার শুরু হবে মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় ও

ন্যায়ের মানদণ্ডে। সেখানে কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না, সবাই নিশ্চিত সুবিচার পাবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মুমিনদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত একটি পুলের উপর এনে দাঁড় করানো হবে। আর (তথায়) তাদের দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি কৃত অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এক পর্যায়ে তারা পাক পবিত্র হয়ে গেলে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার জান্নাতের বাড়ী দুনিয়ার বাড়ীর চেয়েও উত্তমরূপে চিনতে সক্ষম হবে *(বুখারী)*।

এই হাদীছের পরিপূরক এক হাদীছের আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মুমিনদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত একটি পুলের উপর এনে দাঁড় করানো হবে। আর (তথায়) তাদের দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি কৃত অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এক পর্যায়ে তারা পাক পবিত্র হয়ে গেলে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন; প্রত্যেক ব্যক্তি তার জান্নাতের বাড়ী দুনিয়ার বাড়ীর চেয়েও উত্তমরূপে চিনতে সক্ষম হবে *(বুখারী)*।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি আপন ভাইয়ের উপর যুলুম করে থাকলে সে যেন তার কাছ থেকে (সে সময়ের) পূর্বেই মাফ করিয়ে নেয়, যখন (মযলূম) ভাইয়ের পক্ষে তার নেকীর অংশ কেটে নেয়া হবে, কিন্তু যদি নেকী তার (যালিমের) নিকট মওজুদ না থাকে তবে তার (মযলূম) ভাইয়ের গোনাহ কেটে এনে তার (যালিম) সাথে যোগ করে দেয়া হবে। কেননা সেদিন দিনার দিরহামের কোন লেন-দেন কিংবা আদান-প্রদান চলবে না' *(বুখারী)*।

মানুষের শেষ বিচারের দিন ক্বিয়ামতের আলোচনায় বিশ্বাসী বান্দাদের আনন্দ ও আনন্দের ব্যাবপস্থাপনার বাস্তব বর্ণনা এক অকল্পনীয় স্বর্গরাজ্যের নামান্তর। এ আলোচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অবিশ্বাসী বান্দাদের দুঃখ-দুর্দশার ও অপমানকর শাস্তির নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থাপনার বাস্তব বর্ণনাও এক অকল্পনীয় বিষাদ সিন্ধুর নামান্তর। ঐসব আলোচনায় জান্নাতী ও জাহান্নামীর কর্মপরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাছাড়া আমলনামায় জটিল বিষয়াদিরও সমন্বয় রয়েছে। তাই তো আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তির

হিসাব যাঁচাই করা হ'লে তাঁর ধ্বংস অনিবার্য। মনে হয় ঘোর অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীরাই সে ধ্বংসের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাছাড়া পার্থিব জগতে কেউ কারও প্রতি অন্যায় বা যুলুম করে থাকলেও তার প্রতিশোধ ব্যবস্থা রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর আলোচনা রয়েছে তা হলো ভাগ্যলিপি। ভাগ্যের লিখনও কোন কোন মানুষের জীবনপ্রবাহকে অনিশ্চয়তার পানে টেনে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ একজন সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি অদৃশ্যের দুর্বিপাকে জাহান্নামী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে একজন পথভ্রষ্ট মানুষ তার অদৃষ্টের শুভ আমন্ত্রনে তার ভ্রষ্টতা হ'তে সৎপথে পরিবর্তিত হয় এবং সে পথেই মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশের উপযোগী হয়ে যায়। এর স্বপক্ষে উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত, আমাদের বর্ণনা করেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেককেই চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের পেটে জমা রাখা হয় (বীর্য হিসেবে)। অতঃপর (দ্বিতীয়) চল্লিশ দিন জমাট রক্ত পিণ্ডে আর পরবর্তী চল্লিশ দিনে গোশতপিণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা চার জিনিস অর্থাৎ তার রিযিক, মৃত্যু, পূন্যবান কিংবা হতভাগ্য হবে এর হুকুম দিয়ে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ অথবা কোন ব্যক্তি জাহান্নামের উপযোগী কাজ করতে থাকে এমনকি তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত কিংবা এক গজের ব্যবধান রয়ে যায়; এমতাবস্থায় ভাগ্য লিপি তার উপর বিজয়ী হয়, আর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর কোন ব্যক্তি জান্নাতের উপযোগী আমল করতে থাকে এমনকি সে ব্যক্তি এবং জান্নাতের মধ্যে এক হাত কিংবা তারও কম দুরুত্ব থেকে যায়, এমন সময় ভাগ্যলিপি তার উপর বিজয়ী হয়, আর সে জাহান্নামের উপযোগী কাজ করতে আরম্ভ করে। পরিণামে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(বুখারী)*।

অপর একটি হাদীছ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, জরায়ু বা মাতৃ জঠরে আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত রেখেছেন। অতঃপর ফেরেশতা বলেন, হে রব! এতো শুক্র! হে পরোয়ারদেগার! এ তো এখন জমাট বাঁধা রক্ত! এ রক্তপিণ্ড যখন গোশতপিণ্ডে পরিণত হবে তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার। এ যে এক টুকরা গোশতপিণ্ড! অতঃপর আল্লাহ যখন উহার সৃষ্টি সম্পন্ন করার ইচ্ছা করবেন তখন সে বলবে, হে আমার রব! এ কি পুরুষ হবে না নারী, নেককার হবে, না বদকার, এর রিযিক কি পরিমাণ হবে, আর তার বয়সই বা কি হবে? অতঃপর (এ সম্পর্কে আল্লাহ যে ফায়ছালাই করবেন) তাই তার মায়ের পেটে থাকতেই লিখে দেয়া হবে' *(বুখারী)*।

আমলনামা মূল্যায়নের আলোচনায় উপরোক্ত হাদীছ দু'টির সারমর্ম বা মর্মকথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি, অদৃষ্টের লিখনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের একটা শ্রেষ্ঠাংশ অর্থাৎ অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হওয়া যায় না। আর পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার ছাড়া কখনও কারও জান্নাতবাসী হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অদৃষ্টের লিখন মুসলমান হওয়ার জন্য বা ঈমানদার হওয়ার জন্য বা জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য অবিচ্ছেদ্য অংশ বা শর্ত হিসাবে পরিগণিত। কাজেই যারা জান্নাতবাসী হবে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার ফলেই তারা জান্নাতবাসী হবে। পক্ষান্তরে যারা জাহান্নামবাসী হবে তারাও অদৃষ্টের দুর্বিপাকেই জাহান্নামবাসী হবে।

তবে অদৃষ্টের লিখনে জান্নাত বা জাহান্নামবাসী হওয়াটা একটা স্পর্শকাতর সতর্কবাণীও বটে। আসলে মানুষের অদৃষ্ট ও কর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং একটি অপরটির পরিপূরক। কেউ যদি ভাল কর্মের (আমলের) অহংকারে অদৃষ্টকে অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস করে তবে সেটা হবে তার জন্য চরম ভুল এবং আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। একইভাবে অন্য কেউ যদি নিজ কুকর্মের তাড়নায় ভীত ও অনুতপ্ত হয়ে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে, তবে হয়ত সেটা তার জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ হ'তে পারে। প্রকৃতপক্ষে নিজ অদৃষ্ট ও কর্মকে প্রকৃত অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রবাহিত করতে হবে, তাহ'লেই কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে।

যেমন আমাদের জীবনে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ এক ও অভিন্ন কর্তব্য হিসেবে গণ্য। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পন করে তাঁর যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং নবী (ছাঃ)-এর আদর্শ ও অনুসরণকে আন্তরিক উপেক্ষা করে তবে সে কখনই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারবে না। আবার কেউ নবী করীম (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণে তাঁর শাফা'আত লাভের আশায় আত্মবিসর্জন করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি অবহেলা করে তবে সেও আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারবে না। কাজেই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্যে প্রথমে আল্লাহ্‌র আদেশ ও দ্বিতীয়ত নবী করীম (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ এক ও অভিন্নভাবে গ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবেই প্রত্যেককে তার কর্ম (আমল) ও অদৃষ্টকে এক ও অভিন্ন বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

যদি কেউ জীবন যাত্রার পথে এক সময়ে অদৃষ্টের কথা ভুলে গিয়ে বা অবহেলা করে তার ভাল পথে চলার জীবনকে মন্দ পথে পরিচালিত করে বা ভুল করে মন্দ পথে চলে যায়, তখনই সে তার ভাল পথের লক্ষ্যস্থল জান্নাতের দিকে না গিয়ে, চলতি (বর্তমান) পথের লক্ষ্যস্থল জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যায়। আর এমতাবস্থায় মৃত্যু

হ'লে সে জাহান্নামেই পতিত হবে এবং অদৃষ্টের লিখনের শিকার হবে। অনুরূপভাবে কেউ তার জীবনযাত্রার পথে এক সময়ে অদৃষ্টের কথা ভুলে গিয়ে, তার মন্দ পথে চলার জীবনকে ভাল পথে পরিচালিত করে তখনই সে তার মন্দ পথের লক্ষ্যস্থল জাহান্নামের দিকে না গিয়ে চলতি পথের লক্ষ্যস্থল জান্নাতের দিকে এগিয়ে যায়। আর এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অদৃষ্টের লিখনের পুরস্কার পাবে।

অতএব দুনিয়ার এই অজানা আয়ুষ্কালের সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রতিটি জ্ঞানসম্পন্ন ও বিবেকসম্পন্ন মানুষকে কল্যাণকর আমলনামা সংগ্রহের ব্যাপারে সার্বিকভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তবেই পরজগতের সফলতা লাভে আমরা ধন্য হবো। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!!

প্রাপ্তিস্থান

- রফীক আহমাদ
  গ্রামঃ কৃষ্ট চাঁদপুর, পোঃ বিরামপুর,
  বিরামপুর, দিনাজপুর।
  মোবাইল: ০১৫৫৬৪১৪৪০১
- তাওহীদ কম্পিউটার্স, ৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকালেন, বংশাল ঢাকা।
- **মাসিক আত-তাহরীক**
  নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
  ফোনঃ ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
- ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক কলেজ বাজার,
  বিরামপুর, দিনাজপুর।